মু'মিনের সকাল-সন্ধ্যা
দারুল উলূম প্রকাশনা-০৭

প্রকাশনায়
প্রকাশনা বিভাগ
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, দক্ষিণগাঁও
বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

পৃষ্ঠপোষক

আলহাজ হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ কাসেমী দা.বা.
প্রিন্সিপাল, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, দক্ষিণগাঁও, ঢাকা-১২১৪

সংকলন ও সম্পাদনা
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত

সজ্জায়ন
মাওলানা ইউশা খান সাদী
দারুল উলূম কম্পিউটারস্

১৪৩৭-৩৮ হিজরী শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদীস,
ইফতা ও হেফজ সমাপনকারী ছাত্রদের সৌজন্যে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা বিনিময় : ৬০/- (ষাট টাকা মাত্র)

দারুল উলূম প্রকাশনা-০৭

আবু বকর, উমর, উসমান, আলী থেকে শুরু করে আবু হুরায়রা, আনাস, ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম–সহ নাম জানা-অজানা সকল সাহাবীর রফয়ে দারাজাতের উদ্দেশ্যে, যাদের মহান ত্যাগের বিনিময়ে ইসলামের সুমহান স্রোতধারা আজও প্রবহমান...

–কর্তৃপক্ষ

সূচিপত্র

হওয়ার জন্য পড়বে, কাউকে কঠিক রোগাক্রান্ত বা খারাপ কিংবা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখলে নি:শব্দে পড়বে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষাকালীন আমলসমূহ, মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীকে দেখার ফযীলত, জানাযা ও দাফনকার্যে শরীক হওয়ার ফযীলত, অন্তরে ওয়াসওয়াসা-কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হলে পড়বে, আযানের শেষে প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়ে এ দোয়া পড়বে, দাওয়াত খাওয়ার দোয়া, প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে পড়ে নিবে, প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর পড়বে, কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে পড়বে, কেউ উপকার করলে তার জন্য এ বলে দোয়া করবে, কাউকে হসিমুখে দেখলে পড়বে, কাপড় পরিধান করার সময় পড়বে, আয়না দেখার দোয়া, মজলিসের কাফ্ফারার দোয়া, বেশি বৃষ্টি হলে পড়বে, মেঘের গর্জন শুনলে পড়বে, নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে, শবে কদরে পড়ার দোয়া, কারো থেকে অত্যাচারের আশংকা হলে পড়বে, ইফতারের সময় পড়বে, ইফতারের পর এ দোয়া পড়বে, অতঃপর এ দোয়া পড়বে, কোন বিপদ দেখলে পড়বে, বর-কনেকে এভাবে দোয়া দিবে, নতুন বিবির সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় তার কপালে হাত রেখে এ দোয়া পড়বে, সহবাসের পূর্বে এ দোয়া পড়বে, নিজের বিবি-বাচ্চাদের জন্য এভাবে দোয়া করবে, পিতা-মাতা ও সকল মুসলমানের জন্য এভাবে দোয়া করবে, যমযমের পানি পান করার দোয়া, কবরস্থানে গিয়ে এভাবে সালাম করবে, মুর্দাকে ডান কাতে রাখার সময় এ দোয়া পড়বে

কুরআনুল কারীমের দোয়া ১৩১

ফারেগীন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে

জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদীস

আলহাজ হযরত

মাওলানা শিব্বীর আহমদ কাসেমী দা.বা.

এর

মূল্যবান নসিহত

الحمد لله وحده و الصلوة و السلام على من لا نبي بعده ، اما بعد!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্ব মানবতার শান্তি, সফলতা ও কল্যাণের জন্য ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেছেন এবং তা সংরক্ষণের দায়িত্বও নিয়েছেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম সেই সুমহান সত্তার উপর, যিনি ছিলেন সেই ঐশী বাণীর ধারক-বাহক।

মানব ইতিহাসের শুরুলগ্ন থেকেই হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। খাঁটি খোদাপ্রেমীদের পরীক্ষার জন্যই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থা। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণসহ খাঁটি খোদাপ্রেমিক বান্দাদের বাতিলের

মোকাবিলায় ইস্পাতকঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়েছে। বাতিলের মোকাবিলায় ইস্পাতকঠিন প্রত্যয়ের অধিকারী ও দীপ্ত দৃঢ় সংকল্পকারীদের বিজয়ের নিশ্চয়তাও আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'সত্য সমাগত ও মিথ্যা বিতাড়িত, অসত্যের বিতাড়ন অবশ্যম্ভাবী।' বাতিল যুগে যুগে চাকচিক্য, প্রতাপ ও লোভনীয় রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়ে হকের মুখোমুখী হয়েছে।

এ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের উপর বাতিল তথা ইহুদী-নাসারা, নাস্তি ক-মুরতাদ ও পৌত্তলিক সকল খোদাদ্রোহীদের কু-চক্রান্ত ও বহুরূপী ফেৎনার সর্বগ্রাসী আগ্রাসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

ইসলাম, মুসলমান ও আলেম-উলামাদেরকে ধ্বংস করা, হেয় প্রতিপন্ন করা ও লাঞ্ছিত-অপমানিত করার হীন কোনো চক্রান্ত নেই, যা করা হচ্ছে না। নির্ভেজাল আলো ঝলমলে দ্বীনকে কলুষিত করার জন্য একদিকে যেমন ইসলামী রূপ দিয়ে শিরক, বিদআত ও কু-সংস্কারসমূহ

ইসলামে অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে, তেমনিভাবে কাদিয়ানী, বাহায়ী, খারেজী, রাফেজী ও শিয়া ধর্মমতকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

তাগুতী শক্তির প্রধান ঝাণ্ডাবাহী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত উপমহাদেশ থেকে ইসলাম নির্মূল করার হীন চক্রান্তের প্রধান অন্তরায় আলেম-উলামাদের নির্বিচারে হত্যালীলায় মেতে ওঠে। আলেম তথা নায়েবে রাসূল গড়ার কেন্দ্র দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গুড়িয়ে দেয় এবং কুরআন-হাদীসসহ যাবতীয় ইসলামী গ্রন্থাদি জ্বালিয়ে দেয়। ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের উপর ছায়াপাত করে চতুর্মুখী চক্রান্তের ঘোর অমানিশা।

এমনই এক মুহূর্তে ভারত উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজত এবং ইহুদী-খ্রিস্টান তথা সকল তাগুতী শক্তির ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় আল্লামা কাসেম নানুতুবী রহ. ও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. সহ অন্যান্য বহু আলেম-উলামার নেতৃত্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইশারায় সত্যিকার আমলদার নায়েবে

রাসূল উলামা তৈরির লক্ষ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশে দারুল উলূম দেওবন্দ নামে কওমী মাদরাসার গোড়াপত্তন হয়। এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল, 'এলায়ে কালিমাতিল্লাহ' তথা সম্মুখ যুদ্ধে কাফেরদের মোকাবিলার জন্য একদল জানবাজ মুজাহিদ তৈরি করা; 'তাআল্লুক মাআল্লাহ' তথা আল্লাহর সাথে খাঁটি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য খানকা তৈরির মাধ্যমে তাসাওউফ চর্চার আধ্যাত্মিক লাইনে একদল খাঁটি সূফী সাধক তৈরি করা। এক কথায় 'ইত্তিবাউস সুন্নাহ' তথা 'মুত্তাবিউস সুন্নাহ' (খাঁটি সুন্নাতের অনুসারী) তৈরির মাধ্যমে জাতিকে শিরক, বিদআত ও কু-সংস্কারমুক্ত সুন্নাতের অনুসরণের দৃঢ় অবিচল প্রত্যয় দৃপ্ত থাকার এক মডেল উপস্থাপন করা; ঐশী জ্ঞান আহরণে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী ফেৎনা মোকাবিলায় মঞ্চ বিতর্কের জন্য একদল মুনাযির (বাগ্মী) তৈরি করা। মিডিয়া সন্ত্রাসের যুগে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনকারী কুফুরী শক্তির মোকাবিলায় ক্ষুরধার লিখনীর যোগ্যতাসম্পন্ন একদল কলম সৈনিক তৈরি করা; নবুওয়তী যুগের আদলে মানুষকে দ্বীনের দিকে আহ্বান,
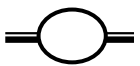
উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য একদল মুবাল্লিগ তৈরি করা ইত্যাদি।

পর্যায়ক্রমে দারুল উলূম দেওবন্দের শাখা-প্রশাখা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতি বছর এ সমস্ত কওমী মাদরাসা থেকে হাজার হাজার বিদগ্ধ আলেম ও হাফেজে কুরআন তৈরি হয়, যারা দ্বীনের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে মুসলিম উম্মাহর আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও শিক্ষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণে বিভিন্নমুখী দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়।

দারুল উলূম দেওবন্দের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় দ্বীনী খেদমতের একই উদ্দেশ্য নিয়ে ২০০৬ ইং সনের অক্টোবরে নিজস্ব জায়গায় জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, দক্ষিণগাঁও এর ভিত্তি রাখা হয়। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ও এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় নিজস্ব জায়গায় ভিত্তি রাখার পঞ্চম বর্ষে এ জামিয়া মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদীস-এ উন্নীত হয়।

জামিয়ার বিগত বছরগুলোতে দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী ছাত্রদের উদ্যোগে মুসলিম উম্মাহকে

বিভিন্নমুখী ফেৎনা থেকে মুক্ত রাখার প্রত্যয় ও দ্বীন শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের দিক-নির্দেশনামূলক স্মারকগ্রন্থ বের হয়েছে। যা পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। বিশেষত: 'মাযহাববিরোধীদের উপহার' ও 'নবীজীর নামায আমার নামায' বইদু'টি ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর পকেট পুস্তিকা আকারের এ স্মারক প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বিশেষত যুগ চাহিদার এ সন্ধিক্ষণে জামিয়ার ছাত্রদের এ প্রয়াস ক্ষুরধার লেখক, সাহিত্যিক ও কলামিস্ট তৈরিতে জামিয়ার অবদানের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

হে স্নেহভাজন শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্ররা!

ধারাবাহিক শিক্ষা জীবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলেও প্রকৃত পাঠ্য জীবন তোমাদের শেষ হয়নি। বরং এর মাধ্যমে তোমাদের ইলমে দ্বীন হাসিল করার ও অজস্র ইসলামী গ্রন্থসমূহ সঠিকভাবে অধ্যয়ন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে মাত্র। অর্জিত হয়েছে আল্লাহর আহকাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ স্বীয়

জীবনে বাস্তবায়নের সামর্থ্য। অর্জিত হয়েছে আল্লাহর রাহে মানুষকে আহ্বানের প্রেরণা।

আমি আশা করব, তোমরা এমন সুন্দর জীবন গড়ে তুলবে, যা পরকালে আমাদের নাজাতের পাথেয় হবে। তোমরাই হবে আহলে হকের নির্ভয় মুখপাত্র। বাতিলের প্রতিরোধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও হোদয়েতের উজ্জ্বল প্রদীপ হবে তোমরাই। মনে রাখবে, তাওয়াক্কুল ও ইখলাসের সাথে উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণকে যতদিন তোমরা তোমাদের জীবনের সঙ্গী হিসেবে ধরে রাখতে সক্ষম হবে, ততদিন তোমরা জাগতিক বিপর্যয়, তাগুতী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের সামনে আপোষহীনভাবে ঐশী শক্তির সহায়তায় সক্রিয় মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। সকলেই তোমাদের সম্মান দিতে বাধ্য থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল সমস্যার ধারণাতীত সমাধান পেতে থাকবে।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে দোআ করি, আল্লাহ পাক যেন তোমাদেরকে তার খালেস বান্দা ও ইসলামের একজন

মুখলেস খাদেম ও মুসলিহে উম্মত হিসেবে কবুল করেন। আমীন।

১৬.০৪.২০১৭
(শিব্বীর আহমদ কাসেমী)
প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদীস
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, দক্ষিণগাঁও

'মুমিনের সকাল–সন্ধ্যা' বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে সংকলিত দৈনন্দিন আমলের এক অসামান্য পাথেয়। পকেট-পুস্তিকা আকারের এ বইটি আম মুসলমানের উপযোগী করে রচিত।

- ✓ আমাদের সমাজের সাধারণ মুসলমানগণ সাধারণত কুরআনুল কারীমের শেষ দশটি সূরা দ্বারা নামায আদায় করে থাকেন। এই সালাত আদায় যেন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয় তাই ফাতিহা ও শেষ দশ সূরার সরল বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর সন্নিবেশিত হয়েছে এ বইয়ে।

- ✓ ফযীলতপূর্ণ বেশ কিছু নফল নামাযের সাথে অনেক মুসলমানের পরিচয় নেই। থাকলেও তা আদায়ের সময় কোনটা; ফযীলত ও নিয়মই বা কি– তা জানা নেই। তাই ফযীলতপূর্ণ ওই সকল নামাযের বিবরণও আছে এতে।
- ✓ নিত্য প্রয়োজনীয় ছোট বড় বেশ কিছু দোয়া অর্থসহ লিখে দেওয়া হয়েছে। যার পাঠ একজন মুমিনের সকাল সন্ধ্যাকে করে তুলবে পুণ্যময়।
- ✓ কুরআনে উল্লেখিত দোয়াগুলো এতে তরজমাসহ পেশ করা হয়েছে, যাতে কুরআনের অন্তত কিছু আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করে রব্বে কারীমের সমীপে মুমিনের দেহ-মন হয়ে উঠে সমর্পিত ও আবেগাপ্লুত।
- ✓ নির্ভুল পাঠ ও উচ্চারণের জন্য প্রতিটি দোয়া-কালামেই হরকত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

✓ হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু দোয়া এতে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, কিছু কিছু দোয়া হাদীসে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে কিংবা অগ্রপশ্চাতের ভিন্নতাসহ পাওয়া যায়। সুতরাং কারো যদি আগে থেকেই কোনো দোয়া একভাবে মুখস্থ থেকে থাকে, তা হলে এতে ভিন্নতা দেখে পেরেশান না হয়ে হক্কানী আলেম/ইমাম সাহেবের কাছ থেকে সঠিকটা জেনে সেভাবে আমল করাই বাঞ্ছনীয়।

কথায়-পটু আমলে-দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন বর্তমান যামানার আম মুসলমানের আমলে ও চিন্তায় গতি ও উন্নতি সঞ্চার করবে– সে আশা থেকেই এ পুস্তিকার প্রকাশ। কিছুমাত্রও যদি উন্নতি সাধিত হয়, তা হলে এ শ্রম সার্থক হবে।

وما توفيقى الا بالله

ফাতিহা ও শেষ দশ সূরার অর্থ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اهدِنَــا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ ﴿٧﴾ آمِيْنْ

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে দেখাও সরল পথ। সে সমস্ত লোকদের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : সূরা ফাতিহা কুরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কুরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়।

সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআনেরও সারসংক্ষেপ। এ সূরায় সমস্ত কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরা ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানত ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তার শপথ করে বলছি, সূরা ফাতিহার দৃষ্টান্ত তাওরাত, যাবুর, ইনজীল প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই—ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর নজির নেই।

ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ। হাদীস শরীফে সূরা ফাতিহাকে সূরা শিফাও বলা হয়েছে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার। মানুষের অধিপতির। মানুষের মা'বুদের। তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়। গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেক যখন সে হিংসা করে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : সূরা ফালাক ও সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যেম রহ. উভয় সূরার তাফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্যে এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট

দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। বলতে গেলে মানুষের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর জনৈক ইহুদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তা-ও করেছেন বলে ধারণা করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা রাযি. কে বললেন, আমার রোগটা কী, আল্লাহ তাআলা আমাকে তা বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দু' ব্যক্তি আমার কাছে এল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্যজনকে বলল, তার অসুখটা কী? অন্যজন বলল, ইনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কে জাদু করল? উত্তর হল, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লাবীদ ইবনে আ'ছম জাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল, কী বস্তুতে জাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি

কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বিরে যরওয়ান' নামক কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কূপে গেলেন এবং বললেন, স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্য কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, এ কথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখের রেওয়াতে আছে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তাআলার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাযিল হয়।

অন্য এক রেওয়াতে আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এই প্রশ্ন করেছিল।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ যারা আল্লাহর বংশ-পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য; স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তার কোনো সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ অর্থাৎ কেউ তার সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে কেউ তার সামঞ্জস্য রাখে না।
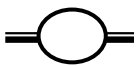
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্ত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, وَأَنْذِرْعَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে يَاصَبَاحْ বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেওয়া তৎকালীন আরবে বিপদাংশকার লক্ষণরূপে বিবেচিত হত) ডাক শুনে

কোরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোনো সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল, হাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন, আমি (তোমাদের শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধাতি) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলে উঠল, تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا ধ্বংস হও তুমি, এ জন্যই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়। যাতে আবু লাহাবেরই ভয়াবহ ধ্বংস ও পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴿٣﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়; আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ইস্তেগফার করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, আপনি দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল রহ. এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে সূরাটি

তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কাবিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সূরাটি শুনে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুকায়িত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

ইমাম বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে তা-ই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হযরত উমর রাযি. এ কথা শুনে বললেন, এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তা-ই বুঝি। *[কুরতুবী]*

وَرَأَيْتَ النَّاسَ মক্কাবিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরাইশদের ভয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। মক্কাবিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সে মতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু

করে। ইয়ামেন থেকে সাত শ’ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়। এ সূরায় সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : বলুন, হে কাফেররা, আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য।
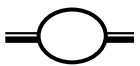
সংক্ষিপ্ত তাফসীর : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকজন একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আসুন, আমরা পরস্পরের মধ্যে এই শান্তিচুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব। *[কুরতুবী]*

তবরানীর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বস রাযি. বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির যুক্তি দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন; আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং

এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়। *[মাযহারী]*

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন কাফেররা তাকে নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। ওদের মধ্যে আস ইবনে ওয়ালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো আলোচনা হলে

সে বলত, আরে তার কথা বাদ দাও, সে তো কোনো চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তার মৃত্যু হয়ে গেলে, তার নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। অতএব, দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-

খবর। যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : এ সূরায় কাফের ও মুনাফেকদের কতিপয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে সে জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোনো মুমিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরীয়ত মতে কঠোর গুনাহ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কেয়ামতকে অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোনো মুমিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। বরং এসব কেবল কোনো অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে।

বর্ণিত দুষ্কর্ম এই : (১) এতীমের সাথে দুর্ব্যবহার, (২) শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া (৩) অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, (৪) লোক দেখানো নামায পড়া (৫) এবং যাকাত না দেওয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গুনাহ।

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : কোরাইশের আসক্তির কারণে। আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীস্মকালীন সফরের। অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের প্রতিপালকের। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রপিতামহ হাশেম কোরাইশকে ভিনদেশে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ।

তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়া সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - নেয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কোরাইশকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ - সুখী জীবনের জন্যে যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কোরাইশকে এগুলো দান

করেছিলেন। أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ বাক্যে দস্যু ও শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

অর্থ : আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তিবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, যারা তাদের উপর
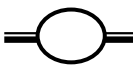
পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : এ সূরায় আবিসিনিয়ার হঠকারী বাদশাহ আবরাহার হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ধুলিসাৎ করার হীন উদ্দেশ্যে হস্তিবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযানে নেমেছিল। আল্লাহ তাআলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধুলোয় মিশিয়ে দেন। হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মক্কা মুকাররমায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের বছর। এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি।

এ নিদর্শন নবীর নবুওয়াত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় একে আরহাসাত বলে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত এমনকি জন্মের পূর্বেও এ ধরণের কয়েক প্রকার আরহাসাত প্রকাশ পেয়েছে। হস্তিবাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতিহত করা এ সবের অন্যতম।

ফযীলতপূর্ণ বিভিন্ন আমল

তাহাজ্জুদর নামাযের ফযীলত

ইশার নমাযের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয়, তাকে সালাতুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়। নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদের ফযীলত সবচেয়ে বেশি।

১. হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أَفْضَلُ الصَّلَوَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلَوةٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ .

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ফরয নামাযের পর সমস্ত নফল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার নামায হল মধ্য রাতের নামায। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায) *[মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ]*

২. অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ .

হযরত আবু মালেক আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে এমন কিছু (সুন্দর) কক্ষ আছে, যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় আর বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ সেগুলো ওইসব লোকদের জন্য তৈরি করেছেন, যারা আহার করায়, বেশি বেশি সালাম দেয় এবং রাতের বেলায় নামায পড়ে, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। *[সহীহ ইবনে হিব্বান]*

৩. আরও একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ

الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ مُكَفِّرَةٌ لِلسَّيْئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْآثَمِ.

হযরত আবু উমামা বাহিলী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পড়। কেননা, তাহাজ্জুদের নামায হল তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের নিয়মিত আমল এবং তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় আর তোমাদের গুনাহ মোচনকারী ও পাপাচার থেকে বাঁধাদানকারী। *[মুস্তাদরাকে হাকেম]*

৪. বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশের একটি সুসংবাদও বর্ণিত হয়েছে একটি হাদীসে–

عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يُحْشَرُ النَّاسُ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنَادِى مُنَادٍ فَيَقُوْلُ : أَيْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا تَتَجَافَى

جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُوْمُـوْنَ وَهُـمْ قَلِيْـلٌ فَيَـدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ .

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে সকল মানুষকে একত্র করা হবে। একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন– কোথায় সেসব লোক, যাদের পার্শ্বগুলো গভীর রাতে বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যেত। তারা (তাহাজ্জুদের) দাঁড়িয়ে যেত? তারা হবে (সংখ্যায়) নগণ্য। তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর সকল মানুষের হিসাব নেওয়ার জন্য আদেশ করা হবে। *[বায়হাকী]*

৫. একটি হাদীসে মাগফিরাতের ঘোষণা এসেছে–

عن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَيْقِظُ مِـنَ اللَّيْـلِ فَيُوْقِظُ إِمْرَأَتَهُ فَـإِنْ غَلَبَهَـا النَّـوْمُ نَـضَحَ فِيْ وَجْهِهَـا الْمَـاءَ

فَيَقُوْمَانِ فِيْ بَيْتِهَا فَيَذْكُرَانِ اللهَ عَزَّوَجَلَّ سَاعَةً مِـنَ اللَّيْـلِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا .

হযরত আবু মালেক আশআরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয় এবং নিজের স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়; যদি ঘুম গভীর হয়, তা হলে স্ত্রীর চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয়। এরপর উভয়ে (নামাযে) দাঁড়িয়ে যায়। নামায শেষে উভয়ে রাতের কিছু সময় আল্লাহর যিকির করে, যে ব্যক্তি ও তার স্ত্রী উভয়কেই মাফ করে দেওয়া হয়। *[তবারানী]*

তাহাজ্জুদের নিয়ত করে ঘুমালে ঘুম না ভাঙ্গার কারণে উঠতে না পারলেও আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদের সওয়াব দান করবেন।

৬. এ সম্পর্কে এক হাদীসে এসেছে–

عن أبي الدرداء رضى الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ أَنْ يَّقُـوْمَ يُـصَلِّ مِـنَ

اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ .

হযরত আবুদ্দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নিয়ত করে যে ব্যক্তি বিছানায় যায়, এরপর দু'চোখ জুড়ে প্রবল ঘুম পায়। আর অমনি ভোর হয়ে যায়, তা হলে তার জন্য ওই (তাহজ্জুদের) নেকি লিখে দেওয়া হয়, যা সে নিয়ত করেছে। আর তার ঘুম প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সদকাস্বরূপ।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত :

ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদিকের অর্থাৎ ফজহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সময়। তবে রাতের শেষ ভাগে পড়া উত্তম।

তাহাজ্জুদ পড়ার নিয়ম :

* তাহাজ্জুদের নামায ২ থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সাধারণত ৮ রাকাত পড়তেন। তাই এটাকেই উত্তম বলা হয়েছে। পারলে ৮ রাকাত নতুবা ৪ রাকাত আর তা-ও হিম্মত না হলে ২ রাকাত হলেও পড়ে নেওয়া চাই।

* তাহাজ্জুদের নামাযের কাযা নেই। তবে রাতে পড়তে না পারলে পরের দিন দুপুরে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলার আগে অনুরূপ পরিমাণ নফল পড়ে নেওয়া উত্তম।

* তাহাজ্জুদের বিশেষ কোনো নিয়ত বা নিয়ম-পদ্ধতি নেই। সূরা ফাতেহার সঙ্গে যেকোনো সূরা/কেরাত মিলিয়ে পড়া যায়। অবশ্য সূরা/কেরাত ও রুকু-সেজদার তাসবীহগুলো দীর্ঘ হওয়া উত্তম।

তাহিয়্যাতুল উযু :

উযু করার পর দুই রাকাত নফল নামায পড়া উত্তম। এই নামাযকে 'তাহিয়্যাতুল উযু' বা 'শুকরুল উযু' বলা হয়।

তাহিয়্যাতুল উযু নামাযের ফযীলত :

এ নামাযের অনেক ফযীলত রয়েছে। একটি হাদীসে এ নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার সুসংবাদও দেওয়া হয়েছে।

১. ইরশাদ হয়েছে–

عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال : قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُـوْءَ ثُـمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

হযরত উকবা ইবনে আমের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করল এরপর ধ্যান-মগ্নতার সঙ্গে দুই রাকাত নামায পড়ল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। *[নাসায়ী]*

২.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ عِنْدَ صَـلَواةِ الْفَجْـرِ يَـا بِـلَالُ حَـدِّثْنِىْ بِاَرْجَى عَمَلٍ عَمَلْتَهُ فِيْ الْإِسْلَامِ فَإِنِّى سَـمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْـكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِيْ الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا اَرْجَى عِنْدِىْ اِنِّى لَمْ

اَتَطَهَّرُ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ اَنْ اُصَلِّيَ .

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বেলাল রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল! বল দেখি মুসলমান হয়ে তুমি বিশেষ এমন কোন আমল করেছ, যার সওয়াবের আশা তুমি করতে পার? আমি তো জান্নাতে আমার সম্মুখে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। (অর্থাৎ তুমি আমার আগেই জান্নাতে পৌঁছে গেছ!) হযরত বেলাল রাযি. বললেন, (আমার তেমন কোনো আমল নেই, তবে) রাতে বা দিনে যখনই উযু করেছি, তখনই আমি সেই উযু দ্বারা নামায পড়ে নিয়েছি, যতটুকু আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিয়েছেন। (অর্থাৎ সর্বদাই উযুর পর তাহিয়্যাতুল উযু নামায পড়ে থাকি।) *[বুখারী ও মুসলিম]*

৩. অন্য একটি হাদীসে অতীতে গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে। একবার হযরত উসমান রাযি. সুন্দরভাবে উযু করে দেখালেন। তারপর বললেন, নবী

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এভাবে উযু করতে দেখেছি। উযুর পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَا يُحَدِّثُ فِيْهَا نَفْسَهَ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

যে ব্যক্তি আমার এ উযুর অনুরূপ উযু করবে এরপর দুই রাকাত নামায (এতটা খুশু-খুযুর সঙ্গে পড়বে যে) নামাযের মধ্যে সে মনের সাথে কথা বলবে না। (অর্থাৎ নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো চিন্তা-ভাবনা মনে স্থান দিবে না) তা হলে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। *[বুখারী ও মুসলিম]*

দুখুলুল মসজিদ/তাহিয়্যাতুল মসজিদ :

মাকরূহ বা হারাম ওয়াক্ত ছাড়া অন্যকোনো সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে আল্লাহর তাজীমের উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নফল নামায পড়াই তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা দুখুলুল মসজিদ।

দুখুলুল মসজিদ নামাযের ফযীলত :

এ নামায একটি ফযীলতপূর্ণ নামায। হাদীসে এসেছে, একদিন হযরত উসমান রাযি. কিভাবে উযু করতে হয়, তা দেখিয়ে বললেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّـأَ وَهُـوَ فِيْ الْمَـسْجِدِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوْءِ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَغْتَرُّوْا .

হযরত উসমান রাযি. বলেন, আমি এই মসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি সুন্দরভাবে উযু করলেন। এরপর ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি এরূপ উযু করবে, এরপর মসজিদে গমন করে বসার আগেই দুই রাকাত নামায পড়ে নিবে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। হযরত উসমান রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করলেন, তোমরা (আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে) ধোঁকা খেয়ো না। *[বুখারী]*

দুখূলুল মসজিদ নামায পড়ার সময় :

উযুসহ যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে, তখনই এ নামায পড়া যাবে। তবে ফজরের ওয়াক্তে বা কোনো মাকরূহ কিংবা হারাম ওয়াক্তে প্রবেশ করলে এ নামায পড়া যাবে না। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুবহে সাদিকের পর ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত ছাড়া আর কোনো নফল পড়তেন না। আর তিন সময় সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও মাঝ দুপুরে যেকোনো নামায পড়তে রাসূল নিষেধ করেছেন।

ইশরাকের নামায :

সূর্য উদয়ের পর যে দুই বা চার রাকাত নফল নামায পড়া হয়, তাকে ইশরাকের নামায বলা হয়। হাদীসে এ নামাযকে 'সালাতুজ জোহা' বলা হয়েছে। কারণ, সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য মধ্য আকাশে আসার আগ পর্যন্ত সময়কে 'জোহা' বলা হয়। তাই এ সময়ের মধ্যকার ইশরাকের নামায ও চাশতের নামাযকে 'সালাতুজ জোহা' বলা হয়েছে।

ইশরাকের ওয়াক্ত :
সূর্যোদয়ের আনুমানিক ১০/১২ মিনিট পর থেকে ইশরাকের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি হয়। তবে ওয়াক্তের শুরুতেই পড়ে নেওয়া উত্তম।

* ফজরের নামায আদায়ের পর সেই স্থানেই বসে থেকে দোয়া-দুরূদ, যিকির-আযকার ও তাসবীহ-তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে। দুনিয়াবী কোনো কথা বা কাজে লিপ্ত হবে না এবং সময় হয়ে গেলে ইশরাকের নামায আদায় করবে। এভাবে ইশরাকের নামায আদায় করাতে সওয়াব বেশি। দুনিয়াবী কথাবার্তা বা কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেও সময় হওয়ার পর ইশরাকের নামায আদায় করা যায়। তবে তাতে সওয়াব কম।

ইশরাকের নামাযের নিয়ম :
দুই বা চার রাকাত ইশরাকের নামায যেকোনো সূরা/কেরাত দিয়ে পড়া যায়।

ইশরাকের নামাযের ফযীলত :

এ নামাযের অনেক ফযীলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে একটি হজ ও উমরার সওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

১. ইরশাদ হয়েছে–

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطَّلِعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ .

হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করবে এরপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে যিকির-আযকারে লিপ্ত থাকবে। সূর্যোদয়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করবে, তার এক হজ ও এক উমরার সওয়াব হবে। হযরত আনাস রাযি. বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পূর্ণাঙ্গ একটি হজ ও উমরা, পূর্ণাঙ্গ একটি হজ ও উমরা, পূর্ণাঙ্গ একটি হজ ও উমরা। অর্থাৎ হজ ও উমরার সওয়াব নিশ্চিত বিষয় এবং পূর্ণাঙ্গ সওয়াবও নিশ্চিত বিষয়। *[তিরমিযী]*

২. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن معاذ بن أنس الجهني رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ قَعَدَ فِيْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى لَا يَقُوْلُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

হযরত মুআয ইবনে আনাস আলজুহানী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায থেকে ফারেগ হয়ে নিজ নামাযের স্থানে (সূর্যোদয়ের পর) ইশরাকের নামায পড়বে, এ সময়ে ভালো কথা ছাড়া কোনো কথা বলবে

না, তার (সগীরা) গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্র-ফেনার চেয়েও বেশি হয়। *[আবু দাউদ]*

৩. আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن أبي الدرداء وأبي ذر رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال : يَا ابْنَ آدَمَ اِرْكَعْ لِيْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اَخِرَهُ .

হযরত আবুদ্দারদা ও আবু যর গিফারী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমাংশে আমার জন্য চার রাকাত নামায পড়। আমি দিনের শেষাংশ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। (অর্থাৎ আমি তোমার পুরো দিনের হাজত ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব) *[আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ]*

৪. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن أبي ذر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامِيْ مِنْ اِبْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ ، تَسْلِيْمُهُ

عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَاِمَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ اَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى .

হযরত আবু যর গিফারী রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেকটা জোড়ার উপর সদকা রয়েছে। যার সাথে সাক্ষাৎ হয় তাকে সালাম দেওয়া সদকা, নেক কাজের কথা বলা সদকা, মন্দ কাজ থেকে বারণ করা সদকা, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা সদকা এবং স্ত্রী সহবাসেও সদকার সওয়াব। আর ইশরাকের নামায এই সবগুলো থেকে যথেষ্ট হয়। [*আবু দাউদ*]

চাশতের নামায :

আনুমানিক ৯/১০ টার দিকে যে নফল নামায পড়া হয়, হাদীসের ভাষায় সেটাই সালাতুজ্ জোহা। একেই আমরা চাশতের নামায হিসেবে চিনি।

চাশতের ওয়াক্ত :

ইশরাক আদায়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত এই নামাযের ওয়াক্ত। তবে দিনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অর্থাৎ আনুমানিক ৯/১০ টার দিকে পড়া উত্তম।

চাশতের নামাযের নিয়ম :

চাশতের নামায যে কোন সূরা/কেরাত দিয়ে পড়া যায়। এই নামায ২ রাকাত থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়।

চাশতের নামাযের ফযীলত :

এ নামাযের অনেক ফযিলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

১. এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَلَّى اَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا سَقَطَ .

বারা ইবনে আযেব রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুপুরের আগে চার রাকাত নামায আদায় করল, সে যেন তা কদরের রাতে আদায় করল। আর দু'জন মুসলমান যখন পরস্পর মুসাফাহা করে, তখন তাদের সমস্ত গুনাহ ঝরে যায়। *[বাইহাকী রহ. কৃত শুআবুল ঈমান]*

২. অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِيْ الْجَنَّةِ .

হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি বালাখানা তৈরি করবেন। *[তিরমিযী, ইবনে মাজা]*

৩. অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كَفَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ .

হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চাশতের নামায ২ রাকাত পড়ে, তাকে গাফেলদের তালিকা থেকে মুক্ত করা হয়। ৪ রাকাত পড়লে তাকে আবেদীন বা ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ৬ রাকাত পড়লে ওই দিন তার (নফল ইবাদতের) জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। ৮ রাকাত পড়লে আল্লাহ তাআলা তাকে আনুগত্যকারীদের তালিকাভুক্ত করেন। আর ১২ রাকাত পড়লে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। *[তাবরানী]*

যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামায :

দুপুরে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলার পর ৪ রাকাত নফল আদায় করা হয়, তাকে যাওয়ালের নামায বা সূর্য ঢলার নামায বলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নফল আদায় করতেন। সূর্য ঢলার সময় আসমানের রহমতের দরজা খোলা হয়। এই নফল পড়ার ফযীলত অধিক।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن عبد الله بن السائب رضى الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى اَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ فَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের পূর্বে সূর্য ঢলার পর ৪ রাকাত নামায পড়তেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, সূর্য ঢলার সময় আসমানের রহমতের

দরজাসমূহ খোলা হয়। তাই আমি চাই এ সময় আমার নেক আমল সেখানে পৌঁছে যাক। *[তিরমিযী]*

এ নামায আদায়ের নিয়ম :

যাওয়ালের নামায যে কোনো সূরা/কেরাত দিয়ে পড়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একসঙ্গে চার রাকাত নামায আদায় করতেন।

আওয়াবীন নামায :

মাগরিবের ফরজ এবং সুন্নাতের পর কমপক্ষে ৬ রাকাত এবং সর্বোচ্চ ২০ রাকাত নফলকে আওয়াবীনের নামায বলা হয়।

আওয়াবীন নামাযের ফযীলত :

হাদীসে ছয় রাকাত আওয়াবীনের ফযীলত বারো বছরের ইবাদত করার সাওয়াব অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে ২০ রাকাত পড়লে 'আল্লাহ তাআলা নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন' বলা হয়েছে।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ عُدَّ لَهُ بِعِبَادَةِ اِثْنَىْ عَشَرَ سَنَةً .

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ৬ রাকাত নামায পড়বে, যার মধ্যে সে (নামায পরিপন্থি) কোনো বাক্য উচ্চারণ করবে না, সে নামায তার জন্য বারো বছর ইবাদতের সমতুল্য হবে। *[সহীহ ইবনে খুযাইমা]*

সালাতুত তাসবীহ :

'সালাতুত তাসবীহ' কথাটির মধ্যে সালাত শব্দের অর্থ হল নামায। আর তাসবীহ বলতে এখানে سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ কে বুঝানো হয়েছে। এই নামযের ভিতরে এই তাসবীহ তিনশত বার পড়া হয়। তাই একে সালাতুত তাসবীহ বলে।

সালাতুত তাসবীহ এর ফযীলত :

عن ابن عباس رضى الله عنـه أن النـبي صـلى الله عليـه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّـاهُ أَلَا أُعْطِيْكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوْكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشَرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيْمَهَ وَحِدِيْثَهُ وَخَطَأَهُ وَعَمَـدَهُ وَصَـغِيْرَهُ وَكَبِـيْرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَّتَـهُ عَشَرَ خِصَالٍ .... إِنِ اسْـتَطَعْتَ أَنْ تُـصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَـوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَـإِنْ لَـمْ تَفْعَـلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَـنَةٍ مَـرَّةً فَـإِنْ لَـمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً .

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস রাযি. কে বলেছেন– হে আব্বাস, হে আমার চাচা! আমি কি আপনার খেদমতে (একটি মহা মূল্যবান) উপহার এবং

(একটি দামী) উপঢৌকন পেশ করব? আমি কি আপনাকে একটি খাস কথা বলব? আমি কি আপনার দশটি খেদমত করে দিব? (অর্থাৎ আপনাকে এমন আমলের কথা বলব, যার দ্বারা আপনার দশটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা অর্জিত হবে) আপনি যখন সে (আমলটা) করবেন তখন আল্লাহ তাআলা আপনার সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন– (১) আগের (২) পরের (৩) পুরনো (৪) নতুন (৫) অনিচ্ছাকৃত (৬) ইচ্ছাকৃত (৭) সগীরাহ (৮) কবীরাহ (৯) গোপনে এবং (১০) প্রকাশ্যে কৃত (দশ ধরণের গুনাহ মাফ করে দিবেন) ... পারলে আপনি প্রতিদিন এই নামায পড়বেন। তা না পারলে সপ্তাহে একদিন পড়বেন। তাও না পারলে বছরে একবার পড়বেন। অন্তত জীবনে একবার হলেও এই নামায পড়বেন। *[আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ]*

সালাতুত্ তাসবীহ আদায়ের পদ্ধতি :

এই নামাজ ৪ রাকাত। প্রত্যেক রাকাতে এই তাসবীহ ৭৫ বার পড়তে হয়। তাহলে চার রাকাতে ৩০০ বার হয়। সালাতুত্ তাসবীহ–এ উক্ত তাসবীহ পাঠ করার দুইটা পদ্ধতি আছে।

প্রথম পদ্ধতি : প্রথমেই নিয়ত করবেন। মনে মনে এভাবে নিয়ত করবেন- চার রাকাত সালাতুত্ তাসবীহ নফল নামাজের নিয়ত করলাম। তারপর ছানা (অর্থাৎ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা....) পড়বেন। এরপর সুরা ফাতিহা পাঠ করে যে কোনো সুরা/কেরাত পড়বেন। সুরা/কেরাত শেষ করে ঐ দাঁড়ানো অবস্থাতেই ১৫ বার ঐ তাসবীহ পাঠ করবেন। এরপর আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবেন। রুকুর তাসবীহ পড়ার পর রুকু থেকে মাথা উঠানোর আগেই ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়বেন। তারপর রুকু থেকে সামিআল্লাহু..... ও রাব্বানা-লাকাল হামদ বলে উঠার পর আবার ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়বেন। তারপর তাকবীর দিয়ে সেজদায় যাবেন। সেজদার তাসবীহ পড়ার পর ঐ তাসবীহ ১০ বার, সেজদাহ থেকে উঠে দুই সেজদার মাঝের বৈঠকে ঐ তাসবীহ ১০ বার। দ্বিতীয় সেজদায় সেজদার তাসবীহ পড়ার পর আবার ঐ তাসবীহ ১০ বার। এই হল ৬৫ বার। এখন আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সেজদাহ থেকে উঠে বসে ১০ বার । এই হল এক রাকাতে মোট ৭৫ বার। এবার দ্বিতীয় রাকাতের জন্য

উঠবেন। তবে আল্লাহু আকবার বলে উঠতে হবেনা। উঠার আল্লাহু আকবার তো আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাতে ঐ নিয়মে সুরা/ কেরাতের পর উক্ত তাসবীহ ১৫ বার, রুকুর তাসবীহের পর ১০ বার, 'রাব্বানা লাকাল হামদ' -র পর ১০ বার, প্রথম সেজদায় সেজদার তাসবীহের পর ১০ বার, দুই সেজদার মাঝখানে ১০ বার, দ্বিতীয় সেজদায় সেজদার তাসবীহের পর ১০ বার। এরপর আল্লাহু আকবার বলে সেজদাহ থেকে উঠে বসবেন। এখানে তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু ..... পড়তে হবে। তবে আগে ১০ বার তাসবীহ পড়ে তারপর তাশাহ্হুদ পড়বে। তা হলে দ্বিতীয় রাকাতেও সর্বমোট ৭৫ বার হল। তাশাহহুদ শেষ করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তৃতীয় রাকাত প্রথম রাকাতের ন্যায় পড়বেন। খেয়াল রাখার বিষয় হল, প্রথম বৈঠক ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার আগেই ওই তাসবীহ ১০ বার করে পড়ে নিবেন। তা হলে সব মিলিয়ে চার পঁচাত্তরে ৩০০ তাসবীহ হবে।

* সালাতুত তাসবীহের এই নিয়মটাই উত্তম।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : নিয়ত বেঁধেই ছানা পড়ার পর সূরা/কেরাত পড়ার আগে ১৫ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে। এরপর সূরা / কেরাত শেষ করে ১০ বার। এখানে দাঁড়ানো অবস্থায় ১০ বার বেশী হয়ে গেল, বাকি তাসবীহগুলো প্রথম নিয়মে পড়বেন। এই নিয়মে পড়লে দ্বিতীয় সেজদাতেই ৭৫ বার হয়ে যাবে। তাই দ্বিতীয় সেজদাহ থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন। এই নিয়মে প্রথম বৈঠক ও শেষ বৈঠক তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য যখন বসবেন, তখন আর ঐ তাসবীহ পড়তে হবে না।

সালাতুত তাসবীহের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা ও মাসআলা :

* তাসবীহ মনে রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা নিষেধ। একান্তই মনে রাখার প্রয়োজনে আঙ্গুলে টিপে টিপে মনে রাখা যেতে পারে। কিন্তু আঙ্গুলের কর বা অন্য কিছু দিয়ে গণনা করা যাবে না।

* তাসবীহ ৩০০ বার হতে হবে। কম থাকলে সালাতুত তাসবীহের ফযীলত পাওয়া যাবে না। তাই খুব এতমীনানের সঙ্গে পড়তে হবে।

* যদি কেউ কোনো এক জায়গায় তাসবীহ পড়তে ভুলে যান বা কম থেকে যায় তাহলে পরবর্তীতে যে জায়গায় মনে আসবে সেখানে ঐ জায়গারটাও পড়বেন, পিছনের ছুটে যাওয়া সংখ্যাটাও আদায় করে নিবেন।

* সালাতুত তাসবীহ নামায একাকী পড়তে হয়, জামাতের সঙ্গে এ নামায পড়া হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

* মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত দিন-রাতের যে কোনো সময়ে এই নামায পড়া যায়। তবে সবচেয়ে উত্তম হল, সূর্য ঢলার পর পড়া। তারপর রাতে।

* সালাতুত তাসবীহ নামায যে কোন সূরা/কেরাত দিয়ে পড়া যায়। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এই নামাযের চার রাকাতে সূরা তাকাছুর, আছর, কাফিরূন ও এখলাছ পড়ার কথা বলেছেন। সূরা হাদীদ, হাশর, সফ ও তাগাবুন পড়া উত্তম।

তাওবার নামায :

কারও থেকে কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে তৎক্ষনাৎ পবিত্রতা অর্জন করে ২ রাকাত নফল নামায পড়ে আল্লাহর নিকট কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

নিজের গুনাহের প্রতি অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার জন্য পাকাপোক্ত ইরাদাহ করবে, তা হলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ ক্ষমা করবেন। এই নামাযকে 'সালাতুত-তাওবা' অর্থাৎ তাওবার নামায বলে।

এ নামাযের ফায়দা :

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن علي رضى الله عنه قال : حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم .

হযরত আলী রাযি. বলেন, আমাকে হযরত আবু বকর রাযি. বলেছেন, আর তিনি সত্যই বলেছেন– তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি গুনাহ করে, এরপর

উঠে (উযু-গোসল দ্বারা) উত্তমরূপে পবিত্রতা করে এবং দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয় তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত পাঠ করলেন–

و الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم .

...... 'এবং যারা যখন কোনো গুনাহের কাজ করে বসে, অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে বসে– আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' *[আবু দাঊদ, তিরমিযী]*

সালাতুল হাজত :

আল্লাহর নিকট বা বান্দার নিকট বিশেষ কোনো প্রয়োজন হলে কিংবা শারীরিক মানসিক যে কোনো পেরেশানী দেখা দিলে উত্তমভাবে উযু করে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। এই নামাযকে 'সালাতুল হাজত' বা প্রয়োজনের মুহূর্তের নামায বলে।

এ নামাযের হাদীসে বর্ণিত নিয়ম :

عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال : قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له إلى الله حاجـة ، أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثـم ليـصل ركعتين . ثم ليثن على الله وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর নিকট বা বান্দার নিকট বিশেষ কোনো প্রয়োজন হলে (কিংবা শারীরিক মানসিক যে কোনো পেরেশানী দেখা দিলে) উত্তমভাবে উযু করে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। এরপর আল্লাহর হামদ ও ছানা (প্রশংসা) ও রাসূলের প্রতি দুরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহর নিকট নিম্নোক্ত দোয়া করবে– (ইনশাআল্লাহ প্রয়োজন পূর্ণ হবে) *[তিরমিযী ও ইবনে মাজা]* দোয়াটি এই–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، اَلْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ .

ইস্তেখারার নামায :

যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন আল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ করে নিবে। এই পরামর্শ করে নেওয়াকে 'সালাতুল ইস্তখারাহ' বা ইস্তেখারার নামায বলে। হাদীসে এ নামাযের প্রতি অনেক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عن سعد بن أبي وقاص رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سعادة ابن آدم استخارة الله عزّ وجل ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله .

সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ করা বনী আদমের সৌভাগ্যের বিষয় আর পরামর্শ বর্জন করা বনী আদমের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। *[মুস্তাদরাকে হাকিম]*

এ নামাযের নিয়ম :

যখন কারও থেকে ঋণ নিবে বা বিবাহের ইচ্ছা করবে অথবা ভ্রমণ কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন উত্তমরূপে উযু করে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। এরপর খুব মনে লাগিয়ে নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে। *[বুখারী, আবু দাউদ]* দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ

دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ فَاصرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهِ.

* যখন هذا الامر পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন এই শব্দটি পড়ার সময় সেই কাজের ধ্যান করবে, যে কাজের জন্য ইস্তেখারাহ করা হচ্ছে। এরপর পবিত্র বিছানায় উযু অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়বে। যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন ওই সময়ই দৃঢ়ভাবে যে দিকে/বিষয়ে মন সায় দিবে, সেটাই উত্তম; সেটাই করা উচিত।

কিছু মাসআলা :

* যদি একদিনে কিছু বোঝা না যায় এবং অন্তরের খটকা ও সংশয় না কাটে, তা হলে পরের দিন পুনরায় এই নিয়মে ইস্তেখারার নামায ও অন্যান্য কাজগুলো করবে। এইভাবে সাতদিন পর্যন্ত করবে। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সে কাজের ভালো-মন্দের দিক স্পষ্ট হয়ে যাবে।

* যদি ফরজ হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হয়, তবে যাওয়া-না যাওয়া নিয়ে ইস্তেখারাহ করবে না, বরং এই দিন না ওই দিন রওয়ানা করবে, সে বিষয়ে ইস্তেখারাহ করবে।

দোয়া সংক্রান্ত কিছু কথা

দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত :

১. খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আয়-উপার্জন সব কিছু হালাল হওয়া।

২. পিতা-মাতার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা।

৩. 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' তথা ভাল কাজের আদেশ করা ও মন্দ কাজের নিষেধ করা।

৪. আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সম্পর্ক ছিন্ন না করা।

৫. কোন মুসলমানের সাথে বিদ্বেষবশত: তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ না রাখা।

৬. কারো গীবত বা দোষ চর্চা না করা।

৭. কারো প্রতি হাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা।

৮. বখীলী বা কৃপনতা না করা।

৯. দোয়া কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করা।

১০. হৃদয় মরে না যাওয়া। মরা হৃদয়ে দোয়া করলে তা কবুল হয় না।

উল্লেখ্য : জিকির না করলে, বেশি বেশি হাসলে ও বিবিধ গুনাহের কারণে হৃদয় মরে যায়।

বসে দোয়ার আদব :

দোয়া ও যিকির শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় করা যায়। বসে দোয়া করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা বাঞ্চনীয় :

১. কেবলামুখী হয়ে বসা।
২. হাঁটু গেড়ে নতজানু হয়ে বসা।
৩. আদব ও বিনয়ের সাথে বসা।
৪. পাক-পবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বসা।
৫. উযু সহকারে বসা।
৬. দোয়ারত অবস্থায় আসমানের দিকে নজর না উঠানো।

দোয়ার সময় হাত উঠানোর আদব :

১. সীনা বা কাঁধ বরাবর হাত উঠানো।
২. দু' হাতের তালু আসমানের দিকে রাখা।
৩. দু' হাতের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী করে রাখা।
৪. দু' হাতের মাঝে সামান্য পরিমাণ ফাঁক রাখা।

৫. হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে নয়; বরং সামান্য ফাঁক রাখা।

৬. দোয়া শেষে বরকত লাভের নিয়তে উভয় হাত চোখে-মুখে বুলিয়ে নেয়া।

দোয়া শুরু ও শেষ করার আদব :

১. দোয়ার শুরু ও শেষে আল্লাহর হামদ-সানা (প্রশংসা) বয়ান করা।

২. দোয়ার শুরুতে এবং শেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করা।

৩. 'আমীন' বলে দোয়া শেষ করা।

দোয়ার সময় মনের অবস্থা :

১. খালেছ মনে দোয়া করা। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কেউ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না- এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রাখা।

২. দ্বিধা-সংশয়মুক্ত মনোভাব নিয়ে দোয়া করা।

৩. আগ্রহ ও অনুপ্রাণিত মনে দোয়া করা।

৪. যথাসম্ভব মনযোগ সহকারে দোয়া করা।

৫. কাকুতি-মিনতি ও নাছোড় মনোভাব নিয়ে দোয়া করা।

৬. দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা রাখা।

চাওয়ার আদবসমূহ :

১. আল্লাহ তাআলা আসমায়ে হুসনা তথা উত্তম নামসমূহ উল্লেখ করে দোয়া করা।

২. প্রথমে নিজের জন্য চাওয়া তারপর মাতা-পিতা ও অন্যান্য মুসলমানের জন্য চাওয়া। (ইমাম হলে সকল মুসল্লির জন্য চাওয়া)

৩. বারবার চাওয়া; অন্তত তিন বার চাওয়া। একই মজলিসে তিন বার বা তিন মজলিসে তিন বার। তবে তিন বার চাওয়ার এই নিয়ম একাকী দোয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪. নিম্নস্বরে চাওয়া, তবে মজলিসের লোকদেরকে শোনানোর প্রয়োজনে জোর আওয়াজে দোয়া করা যায়। কিন্তু যদি নামাযী ব্যক্তির নামাযে ব্যাঘাত ঘটে,

তাহলে জোর আওয়াজে দোয়া করা অনুচিত।

৫. কোনো নেক কাজের উল্লেখপূর্বক দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। যেমন; হে আল্লাহ! এই তিলওয়াত কিংবা এই দান-সদকার উসীলায় আমার দোয়া কবুল করুন।

৬. আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং অন্যান্য নেককার ও বুযুর্গদের উসীলায় দোয়া কবুল হওয়ার প্রার্থনা করা।

দোয়ার বিষয়বস্তু :

১. আখেরাত ও দুনিয়া উভয় জগতের প্রয়োজনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে দোয়া করা।

২. কোনো পাপের বিষয় না চাওয়া।

৩. এমন বিষয় না চাওয়া, যার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে; যেমনঃ নারী পুরুষ হওয়ার, বেটে মানুষ লম্বা হওয়ার-দোয়া করা। এটা নিষিদ্ধ।

৪. অসম্ভব কোনো বিষয়ের দোয়া না করা, যেমন, বিবাহ না করে সন্তান চাওয়া।

৫. নিজের মুখাপেক্ষিতা, প্রয়োজন ও অক্ষমতা প্রকাশপূর্বক দোয়া করা।

দোয়ার ভাষাবিষয়ক আদব :

১. কুরআনে বর্ণিত বা নবীজী থেকে (হাদীসে) বর্ণিত ভাষায় দোয়া করা।

২. দোয়ার মধ্যে কথার ছন্দ মিলানোর কসরত না করা।

৩. কবিতার মাধ্যমে দোয়া করলে গানের ভঙ্গি থেকে বিরত থাকা।

দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ কিছু মুহূর্ত :

১. ফরজ নামাযের পর।

২. রমযান মাসের দিন রাতের যেকোনো সময়, বিশেষভাবে ইফতারের সময়।

৩. শেষরাতে।

৪. কোনো নেক কাজ সম্পাদনের পর।

৫. সফরের অবস্থায়, বিশেষ করে নেক কাজের সফরে।

৬. কদরের রাতে।

৭. শবে বরাত তথা মধ্য শা'বানের রাতে।

৮. আরাফার দিনে।

৯. জুমআর রাতে।

১০. জুমআর দিন বিশেষ কোন মুহূর্তে। অনেকের মতে এ মুহূর্ত আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যে রয়েছে।

১১. জুমআর খুৎবা শুরু হওয়া থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। তবে খুৎবা চলাকালীন দোয়া করলে মনে মনে করতে হবে। অথবা খতীব খুৎবার মধ্যে যে দোয়া করবেন, তাতে মনে মনে (মুখে কোনো শব্দ করা ছাড়া) আমীন বলবে।

১২. আযান চলাকালীন সময়ে।

১৩. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে।

১৪. মুসলিম মুজাহিদ বাহিনি শত্রুবাহিনির মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে।

১৫. বৃষ্টি বর্ষনের সময়।

১৬. বায়তুল্লাহর উপর প্রথম নজর পড়ার মুহূর্তে।

দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ কয়েকটি স্থান :

১. মুলতাযাম তথা হাজরে আসওয়াদ ও কা'বার দরজার মধ্যবর্তী স্থানে।

২. হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যে।

৩. মীযাবে রহমতের নীচে।

৪. হাতীমের মধ্যে।

৫. মাতাফ তথা তওয়াফের চত্বরে।

৬. মাকামে ইবরাহীমের পিছনে।

৭. যমযম কূপের কাছে।

৮. ছফা পাহাড়ে।

৯. মারওয়া পাহাড়ে।

১০. সায়ীর স্থানে; বিশেষত সবুজ দুই স্তম্ভের মাঝে।

১১. মিনায়।

১২. আরাফায়, বিশেষত জাবালে রহমতের নিকটে।

১৩. মুযদালিফায়।

১৪. জামারাত তথা শয়তানকে কঙ্কর মারার স্থানসমূহে।

১৫. মসজিদে নববীর রিয়াজুল জান্নাতে।

দোয়া সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য :

১. দোয়া কবুল হওয়ার জন্য ওলী বা বুযুর্গ হওয়া শর্ত নয়। পাপীদের দোয়াও আল্লাহ কবুল করেন। অতএব, আমি পাপী, আমি নগণ্য, আমার দোয়া কি আল্লাহ কবুল করবেন? এসব ভেবে দোয়া ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়।

২. অবশ্য আল্লাহর খাছ বান্দাদের দোয়া আল্লাহ বিশেষভাবে বেশি বেশি কবুল করে থাকেন।

৩. কয়েকবার দোয়া করে হতাশ হয়ে দোয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বান্দার কল্যাণের জন্যই কখনো কখনো দোয়া বিলম্বে কবুল হয়ে থাকে।

৪. দোয়া কখনো বৃথা যায় না–
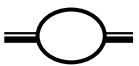
ক. কখনও এমন হয় যে, মানুষ যা দোয়া করে হুবহু তাই সে পেয়ে যায়।

খ. কখনও যা চায় তা না দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য কোনো নেয়ামত প্রদান করা হয়।

গ. অথবা কোনো বিপদকে তার থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়।

ঘ. বা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

ঙ. কিংবা যা চাওয়া হয়েছে, দুনিয়াতে তা না দিয়ে পরকালের সঞ্চয় হিসেবে রেখে দেয়া হয়।

মোটকথা, দোয়া কখনো বৃথা যায় না। তবে তা কবুল হওয়ার প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হয়।

৫. সব সময়ই দোয়া করা যায়। তবে এমন কিছু সময় রয়েছে, যখন দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তা বিশেষভাবে কবুল করে থাকেন। (যে সময় ও মুহূর্ত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)

দোয়া কবুল না হওয়ার কিছু কারণ :

১. খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, আয়-উপার্জন হারাম হলে।

২. পিতা-মাতার নাফরমানী করলে।

৩. 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' করা ছেড়ে দিলে। তথা সৎ কাজের আদেশ না করলে এবং অন্যায় কাজ থেকে বারণ না করলে।

৪. আত্মীয়দের হক আদায় না করলে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে।

৫. বিদ্বেষবশত কোনো মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখলে।

৬. গীবত করলে।

৭. হিংসা করলে।

৮. কৃপণতা করলে।

৯. হৃদয় মরে গেলে।

১০. শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকলে।

* আরো কিছু কারণে দোয়া কবুল হয় না। তাই দোয়া কবুল হয় না এমন সব কারণ পরিহার করা উচিৎ।

যাদের দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ হাদীসে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে :

১. ন্যায়পরায়ন শাসকের দোয়া।
২. পিতা-মাতার দোয়া। সন্তানের জন্য বা সন্তানের বিরুদ্ধে।
৩. মুজাহিদের দোয়া। বাড়ী ফিরার আগ পর্যন্ত।
৪. মুসাফিরের দোয়া। (নেক সফরে থাকাকালীন)
৫. রোযাদারের দোয়া। (বিশেষত ইফতারের মুহূর্তে)
৬. সদ্য হজ সমাপ্তকারী হাজী সাহেবের দোয়া (ঘরে প্রবেশের আগ পর্যন্ত)
৭. মজলুমরে দোয়া। নিজের জন্য বা জালেমের বিরুদ্ধে।
৮. রোগির দোয়া সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত

এক মুসলমানের দোয়া অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতে। হাদীসে এ দোয়া সর্বাধিক দ্রুত কবুল হওয়ার সুসংবাদ এসেছে।

সকাল-সন্ধ্যার দোয়াসমূহ

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত :

عن معقل بن يسار رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة .

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাযি. নবীজীর নিকট থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য

সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দোয়া করতে থাকবে এবং ওই দিন তার মৃত্যু হলে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। আর সন্ধ্যায় অনুরূপ পাঠ করলে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত তার জন্য উক্ত ফযীলত অর্জন হবে। *[তিরমিযী]*

সব ধরনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার আমল :

দীর্ঘ এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) এবং সূরা ফালাক (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) ও সূরা নাস (قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) পড়বে, তার এই আমল সমস্ত বস্তুর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (অর্থাৎ সমস্ত ক্ষতিকর কষ্টদায়ক বস্তু থেকে সে নিরাপদ থাকবে।) *[আবু দাউদ]*

সাইয়িদুল ইস্তেগফারের ফযীলত :

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللّٰهُمَّ أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك

ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنـوب إلا أنـت . قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهـو مـوقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة .

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সায়্যিদুল ইস্তিগফার হল, বান্দা এ দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَـا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَـنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَّيَ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّـهُ لَا يَغْفِـرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ .

অর্থ : আয় আল্লাহ! আপনি আমার পালনকর্তা, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি

করেছেন, আমি আপনার বন্দা। আমি সামর্থ্যানুযায়ী আপনার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারের উপর অবিচল আছি। আমি আমার কৃত সমস্ত বদ আমল থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। আমার উপর আপনার সমস্ত নেয়ামত স্বীকার করছি। আপন গুনাহের স্বীকারোক্তি করছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা, আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনে এই কালিমাগুলো পাঠ করবে, সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বে যদি তার মৃত্যু হয়, তা হলে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। এমনিভাবে যদি কেউ অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এই কালিমা রাতে পাঠ করে, আর সকাল হওয়ার পূর্বে যদি তার মৃত্যু হয়, তা হলে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। *[বুখারী শরীফ]*

দুশ্চিন্তা-পেরেশানী এবং ঋণ মুক্তির দোয়া :

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل

من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال : يـا أبـا أمامـة مـا لى أراك جالسا فى المسجد فى غير وقت الصلاة . قـال همـوم لزمتنى وديون يا رسول الله. قال : أفلا أعلمـك كلامـا إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال : قل إذا أصبحت وإذا أمـسيت : اللّٰهُمَّ إنى أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكـسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك مـن غلبـة الديـن وقهر الرجال . قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همى وقضى عنى دينى .

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ খুদুরী রাযি. বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে একজন সাহাবীকে দেখতে পেলেন, যাকে আবু উমামা বলা হত। তিনি তাকে বললেন, হে আবু উমামা! কী ব্যাপার? তোমাকে নামাযের

সময় ছাড়া এভাবে মসজিদে বসে থাকতে দেখছি! তিনি উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অনেক ঋণগ্রস্থ এবং বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিব, যা পড়লে আল্লাহ তাআলা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমাকে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই শিখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি সকালে এবং সন্ধ্যায় এই দোয়টি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চিন্তা-পেরেশানী থেকে পানাহ চাচ্ছি। আমি আপনার নিকট অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ চাচ্ছি। আমি আরও পানাহ চাচ্ছি কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে। আমি পানাহ চাচ্ছি

আপনার নিকট ঋণের আধিক্য থেকে এবং মানুষের জুলুম থেকেও। *[নাসায়ী শরীফ]*

দিন-রাতের সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায়ের দোয়া :

عن عبد الله بن غنام البياضى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال حين يصبح اللّٰهُمَّ ما أصبح بى من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر ليلته .

যে ব্যক্তি সকালে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ল সে ওই দিনের শোকর আদায় করল। আর যে সন্ধ্যায় এ দোয়া পড়ল, সে ওই রাতের কৃতজ্ঞতা আদায় করল–

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِاَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার প্রতি এবং তোমার যে কোনো মাখলুকের প্রতি যে নেয়ামত পৌঁছেছে, তা শুধু তোমারই

পক্ষ থেকে। তোমার কোনো শরীক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা এবং তোমারই শোকর। *[আবু দাউদ]*

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দোয়া :

عن ثوبان رضى الله عنه قال : قـال رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم : مـن قـال حـين يمـسى رضـيت بـالله ربـا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه . وفي رواية أبي داؤد عن أبي سعيد الخـدرى رضى الله عنـه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قـال رضـيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة .

অর্থ : হযরত সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এ দোয়া পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন (পুরস্কার ও সওয়াব দিয়ে) তাকে অবশ্যই রাজি-খুশি করে দিবেন। দোয়াটি হল–

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا .

অর্থ : আমি সন্তুষ্ট রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি, দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। *[তিরমিযী]*

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার ফযীলতপূর্ণ আরেকটি দোয়া :

عن أبي عياش رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في

حرز من الشيطان حتى يمسى وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح .

অর্থ : হযরত আবু আইয়াস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে, (১) ইসমাঈলী বংশের একটা গোলাম আযাদ করার সওয়াব তার হবে। (২) তার আমলনামায় দশটা নেকী লেখা হবে। (৩) দশটা গুনাহ মাফ করা হবে। (৪) দশটা দরজা বুলন্দ হবে এবং (৫) এটা তার জন্য শয়তান থেকে রক্ষামূলক ব্যবস্থা হবে। দোয়াটি হল–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ .

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তারই এবং তার জন্যই সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। *[আবু দাউদ]*

আকস্মিক বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার দোয়া :

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قال : بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسى .

অর্থ : হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার পাঠ করবে, ওই দিন ওই রাতে তার কোনো আকস্মিক বিপদ-মসিবত ঘটবে না। দোয়াটি হল–

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

অর্থ : আল্লাহর নাম নিয়ে (আমি সকালে/সন্ধ্যা যাপন করছি) যার নামের উপর থাকলে আসমান ও জমিনের কোনোকিছুই কোনো ক্ষতি করবে পারে না। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। *[তিরমিযী]*

জাহান্নাম থেকে বাঁচার দোয়া :

ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর এই দোয়া সাতবার পড়বে–

عن مسلم بن الحارث التميمى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسر إليه فقال : إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللّٰهُمَّ أجرنى من النار. سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مت فى ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت فى يومك كتب لك جوار منها .

অর্থ : হযরত মুসলিম ইবনে হারেস তামিমী রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট চুপে চুপে ইরশাদ করেছেন, তুমি যখন মাগরিবের নামায

আদায় করবে, তখন কারও সাথে কথা বলার পূর্বে اَللَّهُمَّ أَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ সাতবার পড়বে। তুমি যদি এই দোয়া পড় আর ওই রাতে মৃত্যু বরণ কর, তা হলে তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির সনদ দেওয়া হবে। আর যখন ফজরের নামায আদায় করবে, তখনও উক্ত দোয়া সাতবার পড়বে। নিশ্চয় তুমি যদি এই দোয়া পড় আর ওই দিনে মৃত্যুবরণ কর, তা হলে তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। *[আবু দাউদ]*

যে আমল করলে তার অপেক্ষা উত্তম আমল কেউ নিয়ে আসবে না :

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله وبحمده مائة مرة. لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه .

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ

করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ একশত বার পড়বে, কেয়ামতের দিন তার অপেক্ষা উত্তম আমল কেউ নিয়ে আসবে না, ওই ব্যক্তি ব্যতীত যে (একই আমল) তার সমপরিমাণ অথবা তার চে' বেশি পড়েছে। *[মুসলিম]*

বিভিন্ন আমল ও দোয়া

ঘুম সংক্রান্ত আমলসমূহ

ঘুমানোর পূর্ববর্তী আমল

এক. উযু করে শোয়া : এ মর্মে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة .

অর্থ : (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) যখন তুমি শয্যা গ্রহণ কর, তখন তুমি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করো। *[বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ]*

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

طهّروا هذه الأجساد طهّركم الله ، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال : اللّٰهُمَّ إغفر لعبدك فإنه بات طاهرا .

অর্থ : তোমরা তোমাদের এই দেহসমূহ (উযুর মাধ্যমে) পরিষ্কার করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের (আত্মা) পরিষ্কার করে দিবেন। কেননা, যে বান্দা পবিত্র অবস্থায়

রাত্রি যাপন করে, তার সাথে তার ভূষণের মাঝে একজন ফেরেশতা রাত্রি যাপন করে, সে ব্যক্তি রাতে যখনই পার্শ্ব পরিবর্তন করে, তখনই ফেরেশতা এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাকে ক্ষমা করে দিন। কেননা, সে পবিত্রাবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে। *[তবরানী, আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান]*

দুই. ঘুমের দোয়া পড়া :

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَى .

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নামেই মৃত্যুতুল্য ঘুম যাচ্ছি এবং আপনার নামেই (পুনরায়) জীবিত (জাগ্রত) হব। *[বুখারী ও মুসলিম]*

অথবা পড়বে–

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ .

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আপনার নামেই আমি আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রেখেছি এবং আপনার

সাহায্যের মাধ্যমেই তা বিছানা থেকে উঠাব/জাগ্রত হবো। যদি আমার আত্মাকে (প্রাণকে) আপনি আটকে রাখেন, তা হলে তার প্রতি আপনি দয়া করুন। আর যদি প্রাণকে ছেড়ে দেন, তা হলে তাকে সেই প্রক্রিয়ায় হেফাজত করুন, যেই প্রক্রিয়ায় আপনি আপনার পুণ্যবান বান্দাদেরকে হেফাজত করে থাকেন। *[বুখারী ও মুসলিম]*

তিন. শোয়ার পদ্ধতি: এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,

يضع يده اليمنى تحت خده ، ثم يقول : اَللّٰهُمَّ قِـنِيْ عَـذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ .

অর্থ : শয়নকারী নারী-পুরুষ স্বীয় ডান হাত গালের নিচে রাখবে, অতঃপর বলবে, হে আল্লাহ! যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে (কবর থেকে পুনরায়) উঠাবেন, সেদিন আমাকে আপনার শাস্তি থেকে মুক্ত রাখবেন। *[তিরমিযী শরীফ]*

চার. শোয়ার পূর্বে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াত করা। আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ঘুমাবে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার সাথে একজন ফেরেশতা সর্বদা থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত সেই ব্যক্তির নিকট কোনো শয়তান আসবে না। *[বুখারী শরীফ]*

ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আমল :

ঘুম থেকে জেগে দোয়া পড়া :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানপূর্বক তথা ঘুমানোর পর পুনরায় জীবিত করেছেন (জাগ্রত করার মাধ্যমে) এবং তারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। *[বুখারী ও মুসলিম]*

অথবা বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ .

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি আমাকে শারিরিক সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করেছেন এবং

দয়া করে আমার মাঝে রূহ/প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে তার যিকিরের সুযোগ করে দিয়েছেন। *[তিরমিযী ও নাসায়ী]*

পানাহারের আগে-পরের আমল

এক. খাওয়ার শুরুতে পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَ بَرَكَةِ اللّٰهِ .

অর্থ : আল্লাহ তাআলার নামে শুরু করছি এবং আল্লাহর বরকতসহ এ খাবার গ্রহণ করছি। *[মুস্তাদরাকে হাকিম]*

দুই. খানার শুরুতে দোয়া পড়তে ভুলে গেলে পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ .

অর্থ : শুরু-শেষ সর্ববস্থায় আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে খাচ্ছি। *[আবু দাউদ ও তিরমিযী]*

তিন. আহার শেষে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

অর্থ : সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন। *[আবু দাউদ ও তিরমিযী]*

চার. পানি পান করার পর পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ سَقَانَا مَاءً عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِـهِ وَلَـمْ يَجْعَلْـهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا .

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে দয়া করে সুস্বাদু, সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে তা তিক্ত ও লবাণাক্ত করে দেননি। *[হিলয়াতুল আউলিয়া]*

পাঁচ. দুধ পান করার সময় পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই দুধের মধ্যে বরকত দান করুন এবং তা অধিক পরিমাণে আমাদেরকে দান করুন। *[আবু দাউদ ও তিরমিযী]*

ছয়. অবশিষ্ট খানা ও দস্তরখানা উঠানোর সময় পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًـا مُبَـارَكًا فِيْـهِ غَـيْرَ مَكْـفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنٍي عَنْهُ رَبَّنَا .

অর্থ : সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, অনেক অনেক প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও বরকতপূর্ণ প্রশংসা। প্রভু হে! এ খানাকে না যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে (যে, আর তার প্রয়োজন হবে না) আর না একে সম্পূর্ণ বিদায় দেয়া যেতে পারে (যে, আর তার সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে না) না এ হতে বে-পরওয়া হওয়া যেতে পারে। *[বুখারী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]*

সফরে যাওয়া ও প্রত্যাবর্তনকালীন আমল

এক. ভ্রমণ ইচ্ছুক ব্যক্তির আমল :

প্রত্যেক ভ্রমণ ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হলো, সফরে যাওয়ার পূর্বে তার কল্যাণ-অকল্যাণ বিষয় বিবেচনা করত অগ্রীম ইস্তেখারাহ করা। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে সফরের বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবেন, তখন রওয়ানার পূর্বে উযু করে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

عَن أبي هُرَيرة عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء ، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء.

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি তোমার ঘর থেকে বের হও, তখন তুমি দুই রাকাত নামায আদায় করো, যা তোমাকে অশুভ নির্গমন থেকে রক্ষা করবে। আর যখন তুমি তোমার গৃহে প্রবেশ করো, তখন তুমি দুই রাকাত নামায আদায় করো, যা তোমাকে মন্দ প্রবেশ থেকে রক্ষা করবে। *[মুসনাদে বায্যার ও বায়হাকী]*

দুই. সফরে যাওয়ার দোয়া :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ

هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بَعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِيْ الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْمَالِ وَالْأَهْلِ .

অর্থ : আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি এই সাওয়ারীকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাকে আমরা নিজেদের অধীন করতে সক্ষম ছিলাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের পালনকর্তার নিকট ফিরে যাবো।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ সফরের পুণ্য, পরহেযগারী এবং আপনার পছন্দনীয় আমল প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! এই সফরে আপনিই আমাদের সাথী এবং পরিবারের ক্ষেত্রে আপনিই আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সফরের কষ্ট, মর্মান্তিক দৃশ্য এবং ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গের মাঝে অশুভ প্রত্যাবর্তন থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *[সহীহ মুসলিম]*

তিন. সফরে যাওয়ার সময় মুসাফির মুকীমের জন্য এই দোয়া করবে :

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا يَضِيْعُ وَدَائِعُهُ .

অর্থ : সেই মহান আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি, যার নিকট গচ্ছিত বস্তু বিনষ্ট হয় না।

চার. মুকীম মুসাফিরে জন্য এই দোয়া করবে :

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتِكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ .

অর্থ : তোমার দ্বীন, আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি।

পাঁচ. সফর থেকে ফিরে নিজ শহর/গ্রাম দেখে পড়বে–

اَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ .

অর্থ : আমরা (সফর থেকে) আগমনকারী, গুনাহ থেকে তাওবাকারী, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতকারী এবং তার জন্যই সেজদাহ দানকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। *[মুসলিম শরীফ]*

বলাবাহুল্য, দোয়াটি শহর বা গ্রামে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত পড়তেই থাকবে।

উপরে ওঠা-নামার আমলসমূহ

১. যখন উপরে উঠবে, তখন বলবে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

অর্থ : আল্লাহ মহান।

২. যখন নিচে নামবে, তখন বলবে–

سُبْحَانَ اللّٰهَ .

অর্থ : আল্লাহ তাআলা সকল আবিলতা, পঙ্কিলতা ও শান পরিপন্থী গুণাবলি থেকে মুক্ত। *[বুখারী]*

৩. যখন কোনো উপত্যকায় কিংবা সমতল ভূমিতে বিচরণ করবে, তখন বলবে–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহ মহান। *[বুখারী, মুসলিম]*

ঋণ পরিশোধ ও পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য পড়বে

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চিন্তা-পেরেশানী থেকে পানাহ চাচ্ছি এবং আমি আপনার নিকট অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ চাচ্ছি এবং কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে পানাহ চাচ্ছি এবং আমি আপনার নিকট ঋণের আধিক্য এবং মানুষের দাম্ভিকতা ও জুলুম থেকে পানাহ চাচ্ছি। *[আবু দাউদ শরীফ]*

কাউকে কঠিক রোগাক্রান্ত বা খারাপ কিংবা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখলে নিঃশব্দে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا .

অর্থ : (হে রোগাক্রান্ত বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি) তুমি যে বিপদে বা রোগে পতিত হয়েছে, তা হতে আল্লাহ পাক যে আমাকে মুক্ত রেখেছেন এবং আমাকে যে অনেক মাখলুক

হতে ভালো অবস্থায় এই সম্মানে রেখেছেন, এজন্য আমি আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা আদায় করছি। *[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]*

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষাকালীন আমলসমূহ

রোগী দেখতে গিয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়বে–

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

অর্থ : ভয়ের কোনো কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন। *[বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী]*

অথবা পড়বে–

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءَكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سُقْمًا .

অর্থ : সকল মানুষের প্রতিপালক হে আল্লাহ! আপনি রোগ-বিপদ নিরাময় ও অপসারণ করুন। আপনি সুস্থ করে দিন। আপনিই সুস্থতা দানকারী। আপনার দেয়া সুস্থতাই এমন সুস্থতা যা কোনো রোগকে নিরাময় করতে ছাড়ে না। *[বুখারী ও মুসলিম]*

অথবা পড়বে–

إِمْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا يَكْشِفُ الْكُرْبَ إِلَّا أَنْتَ .

অর্থ : হে সমস্ত মানবকুলের প্রতিপালক! আপনি রোগ-শোক বিপদাপদ মুছে দিন। আপনার কুদরতী হাতেই আরোগ্য নিহিত। একমাত্র আপনিই বালা-মুসীবত অপসারণ করতে পারেন। *[বুখারী, মুসলিম]*

রোগীকে শুনিয়ে নিম্নোক্ত দোয়া সাতবার পড়বে–

أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ .

অর্থ : মহান আরশের অধিপতি, মহিমান্বিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে সুস্থ করে দেন। *[আবু দাউদ শরীফ]*

মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীকে দেখার ফযীলত :

যদি কেউ রোগীকে সকালে দেখতে যায়, তা হলে ৭০ হাজার ফেরেশতা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে। আবার কেউ সন্ধ্যায় দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত

৭০ হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। *[ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদ]*
মুমূর্ষু রোগীকে দেখতে গিয়ে উল্লিখিত দোয়াটি তাকে শুনিয়ে পড়বে। যদি ওই রোগেই তার মৃত্যুর ফায়সালা না হয়ে থাকে, তা হলে আল্লাহ পাক তাকে উক্ত দোয়ার উসিলায় দ্রুত সুস্থ করে দিবেন।

জানাযা ও দাফনকাজে শরীক হওয়ার ফযীলত

এ মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضى الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين .

অর্থ : হযরত আবু সাঈদ মাকবুরী রাযি. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

যে ব্যক্তি জানাযার নামায সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকে, তার জন্য একটি 'ক্বিরাত' বরাদ্দ। আর যে ব্যক্তি দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, তার জন্য দুই 'ক্বিরাত' বরাদ্দ। বলা হল– দুই 'ক্বিরাত' কী? (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) তখন তিনি বললেন, বড় দুটি পাহাড় সমপরিমাণ সাওয়াব। *[বুখারী, মুসলিম]*

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فانه يرجع بقيراط .

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানের দাবি এবং সওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ভাইয়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করে, এবং জানাযার নামায সম্পন্ন হওয়া ও দাফনকার্য থেকে ফারেগ হওয়া

পর্যন্ত জানাযার সাথে থাকে, তা হলে সে নিশ্চয় দুই 'ক্বিরাত' সমপরিমাণ সাওয়াব নিয়ে ফিরে এলো। প্রত্যেকটি 'ক্বিরাত' উহুদ পাহাড় সমান। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযার নামায পড়ল, অতঃপর দাফনের পূর্বে সেখান থেকে ফিরে এল, তা হলে সে নিশ্চয় একটি 'ক্বিরাত' নিয়ে ফিরে এলো। *[বুখারী শরীফ]*

অন্তরে ওয়াসওয়াসা-কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হলে পড়বে–

১. أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

২. آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته .

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন, তোমাদের কারও কাছে শয়তান এসে বলতে থাকে– কে অমুক জিনিস সৃষ্টি করেছে? কে অমুক জিনিস সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে সে বলতে থাকে– কে তোমার রব-প্রতিপালক আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে? সুতরাং যখন কারও কাছে এই কুমন্ত্রণার বিষয়টি অনুভব হবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ 'আউযুবিল্লাহ' পড়ে এবং এ জাতীয় চিন্তা থেকে বিরত থাকে। *[বুখারী, মুসলিম]*

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله .

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকজন পরস্পরে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অবশেষে বলা হয় যে, এই যে মহান আল্লাহ, যিনি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? সুতরাং যদি কেউ এ জাতীয় ওয়াসওয়াসা

অনুভব করে, তা হলে সে যেন (ঈমানকে হেফাজত করার জন্য) বলে যে, 'আমি আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি'। *[মিশকাত]*

আযানের শেষে প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়ে এ দোয়া পড়বে :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلوةِ الْقَائِمَـةِ آتِ سَـيِّدَنَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ ابْعَثْـهُ مَقَامـاً مَّحْمُـوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّه اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ .

অর্থ : হে পরিপূর্ণ দাওয়াত (তথা আযান) ও নামাযের মালিক আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উসীলা ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাকে মাকামে মাহমূদে আসীন করুন, যার ওয়াদা আপনি তার সাথে করেছেন। নিশ্চই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। *[বুখারী, মুসলীম ও বাইহাকী]*

দাওয়াত খাওয়ার দোয়া :

কোথাও দাওয়াত খেলে প্রথমে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবে, তারপর মেজবানের জন্য দুটি দোয়া করবে-

(ক) চুপে চুপে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَ اسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করিয়েছে আপনি তাকে আহার দান করুন এবং যে আমাকে পান করিয়েছে আপনি তাকে পান কারন। *[হিসনে হাসীন, আল ফতুহাতুর রব্বানিয়া]*

(খ) নিম্নের দোয়া মেজবানকে শুনিয়ে পড়বে–

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

অর্থ : আল্লাহ করুন- যেন (এমনিভাবে) নেককার লোকেরা তোমাদের খানা খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণের দোয়া করে এবং রোযাদারগন যেন তোমাদের বাড়িতে ইফতার করে। *[মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ]*

প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে পড়ে নিবে–

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ

অর্থ : আল্লাহ তাআলার নামে, হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট ক্ষতিকারক নর ও নারী জিন, শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *[বুখারী ও তিরমিযী]*

কাউকে হাসিমুখে দেখলে পড়বে-

أَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ

প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর পড়বে–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَ عَافَانِىْ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থ রেখেছেন। *[আবু দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে হিব্বান]*

কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে পড়বে :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আপনার রহমতে সাহায্য চাচ্ছি। *[তিরমিযী]*

কেউ উপকার করলে তার জন্য এই বলে দোয়া করবে-

جَزَاكَ اللهُ خَيْراً

অর্থ : আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। *[ইবনুস্ সুন্নী]*

অর্থ : আল্লাহ পাক আপনাকে চির হাসিমুখ রাখুন। *[বুখারী]*

কাপড় পরিধান করার সময় পড়বে-

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هذَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّـنِّىْ وَ لَا قُوَّةٍ

অর্থ : আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শোকর আদায় করছি যে, তিনি আমার কোই শক্তি-সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করেছেন ও পরিধান করিয়েছেন। *[আবু দাউদ]*

আয়না দেখার দোয়া–

اَلْحَمْدُ للهِ اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যেরূপ সুন্দর চেহারা দান করেছেন তদ্রুপ আমার স্বভাব-চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন। *[ইবনুস সুন্নী]*

মজলিসের কাফ্ফারার দোয়া–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা ব্যক্ত করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার দিকেই ধাবিত হচ্ছি। *[তিরমিযী, আবু দাউদ]*

বেশি বৃষ্টি হলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا

অর্থ : হে আল্লাহ! এ বৃষ্টি আমাদের আশপাশে (যেখানে প্রয়োজন) বর্ষণ করুন এবং আমাদের উপর বর্ষণ করবেন না। *[বুখারী, মুসলিম]*

মেঘের গর্জন শুনলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَ لَاتُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! দয়া করে আপনি আমাদেরকে আপনার গযবের দ্বারা মৃত্যু দিবেন না এবং আপনার আযাব দ্বারা ধ্বংস করবেন না। বরং এর পূর্বেই আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। *[মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী]*

নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّه عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَ الْاِيْمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَ رَبُّكَ اللهُ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এ চন্দ্রকে বরকত ও ঈমান এবং শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত করুন এবং (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক এক আল্লাহ। *[তিরমিযী, মুসতাদরাকে হাকিম]*

শবে কদরে পড়ার দোয়া–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ .

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে পছন্দ করেন। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। *[তিরমিযী]*

কারো থেকে অত্যাচারের আশংকা হলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনাকে এদের মুকাবেলায় (নিজের) ঢাল বানিয়েছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। *[আবু দাউদ, নাসাঈ]*

ইফতারের সময় পড়বে–

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اِغْفِرْ لِى .

অর্থ : হে মহান ক্ষমা দানকারী! আমকে ক্ষমা করুন। *[বাইহাকী]*

ইফতারের পর এ দোয়া পড়বে–

اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দ্বারাই ইফতার করেছি। *[আবু দাউদ]*

অতঃপর এ দোয়া পড়বে–

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى

অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনিসমূহ সতেজ হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ (রোযার সাওয়াব) নিশ্চিত হয়েছে। *[আবু দাউদ]*

কোনো বিপদ দেখলে পড়বে–

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থ : নিশ্চয় আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য। আর নিশ্চয় আমরা সকলেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করব। *[সূরা বাকারা]*

বর-কনেকে এভাবে দোয়া দিবে–

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكُمَا وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ .

অর্থ : আল্লাহ তোমাকে বরকতপূর্ণ করুন এবং তোমার উপর বরকত অবতীর্ণ করুন এবং তোমাদের উভয়কে মঙ্গলময় সম্পর্ক দান করুন। *[আবু দাউদ, তিরমিযী]*

নতুন বিবির সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় তার কপালে হাত রেখে এ দোয়া পড়বে–

اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এ বিবির কল্যাণ এবং যে কল্যাণের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন, তা প্রার্থনা করছি এবং বিবির অনিষ্টতা এবং যে অনিষ্টতার উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে পানাহ চাচ্ছি। *[আবু দাউদ, নাসাঈ]*

সহবাসের পূর্বে এ দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থ : আল্লাহর নামের সাথে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদেরকে যে সন্তান দান করবেন, তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করুন। *[বুখারী, মুসলিম]*

পিতা-মাতার জন্য এ দোয়া করবে–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে (পিতা-মাতাকে) রহমত দান করুন, যেরূপ তারা আমাকে ছোট অবস্থায় দয়ার সাথে লালন-পালন করেছেন। *[সূরা বনী ইসরাঈল]*

নিজের বিবি-বাচ্চাদের জন্য এভাবে দোয়া করবে–

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَـا وَذُرِّيَّاتِنَـا قُـرَّةَ أَعْـيُنٍ وَاجْعَلْنَـا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

অর্থ : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন। *[সূরা ফুরকান]*

পিতা-মাতা ও সকল মুসলমানের জন্য এভাবে দোয়া করবে–

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থ : হে আমাদের রব! আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুসলমানকে বিচারের দিন (কিয়ামতের দিন) ক্ষমা করে দিন। *[সূরা ইবরাহীম]*

যমযমের পানি পান করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট উপকারী ইলম এবং হালাল প্রশস্ত রিযিক এবং সর্বপ্রকার রোগের শেফা চাচ্ছি। *[মুসতাদরাকে হাকিম]*

মুর্দাকে এভাবে সালাম করবে–

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْاَثَرِ.

অর্থ : হে কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে মাগফিরাত করে দিন। তোমরা আমাদের পূর্বে গমণ করেছ, আমরাও তোমাদের পিছে পিছে আসছি। *[তিরমিযী]*

মুর্দাকে ডান কাতে রাখার সময় এ দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

অর্থ : আল্লাহ তাআলার নামের সাথে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিল্লাতের (সুন্নতের) উপর (আমরা তোমাকে দাফন করছি)। *[মুসনাদে আহমাদ]*

কুরআনুল কারীমের দোয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ .

অর্থ : হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছি। আমাদেরকে যদি আপনি ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। *[সূরা আ'রাফ]*

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ .

অর্থ : হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাপসমূহ মার্জনা করুন এবং আমাদের বদ আমলসমূহ (নেক দ্বারা) মিটিয়ে দিন। আর আমাদেরকে নেককারদের সাথে মৃত্যু দিন। *[সূরা আলে ইমরান]*

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও মুমিনগণকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। *[সূরা ইবরাহীম]*
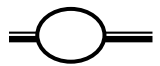
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে হেদায়াত দেওয়ার পর অন্তরসমূহ বক্র করে দিবেন না। আমাদেরকে দান করুন আপনার পক্ষ থেকে অশেষ রহমত। নিশ্চয় আপনিই মহান দাতা। *[সূরা আলে ইমরান]*

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ .

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে করুন সালাত কায়েমকারী এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। প্রভু হে! দোয়া কবুল করুন। *[সূরা ইবরাহীম]*

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে করুন মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ। *[সূরা ফুরকান]*

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি দান করুন। *[সূরা বাকারা]*

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ .

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাাদেরকে দান করুন যা আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে ওয়াদা করেছেন এবং আমাদেরকে কেয়ামতের দিন অপমানিত করবেন না। নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাপ করেন না। *[সূরা আলে ইমরান]*

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي .

অর্থ : হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। *[সূরা তহা]*

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। *[সূরা তহা]*

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَـانِ وَلَا تَجْعَـلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ .

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আর (ক্ষমা করে দিন) আমাদের সে সকল ভাইদেরকে, যারা ঈমানের সাথে আমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর আমাদের অন্তরে মুমিনদের ব্যপারে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি দয়ালু ও করণাময়। *[সূরা হাশর]*

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ .

অর্থ : হে আল্লাহ ক্ষমা করুন, দয়া করুন, আপনি সর্বোত্তম দয়াকারী। *[সূরা মুমিনূন]*

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا .

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! জাহান্নামের শাস্তিকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন, জাহান্নামের শাস্তি খুবই ভয়াবহ। *[সূরা ফুরকান]*

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করুন আর আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন। *[সূরা শুআরা]*

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

অর্থ : হে আল্লাহ! জালেম সম্প্রদায় থেকে আমাকে মুক্তি দিন। *[সূরা কাছাছ]*

رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ .

অর্থ : হে আল্লাহ! বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। *[সূরা আনকাবূত]*

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٨٦)

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেম সম্প্রদায়ের জন্য পরীক্ষা বানাবেন না, আপনি নিজ দয়ার গুণে আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দান করুন। *[সূরা ইউনুস]*

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ .

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মাঝে ও আমাদের (কাফের) সম্প্রদায়ের মাঝে যথাযথ মীমাংসা করে দিন, আপনি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। *[সূরা আ'রাফ]*

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কবুল করুন, আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। *[সূরা বাকারা]*

হাদীসের দোয়া

জীবন-যন্ত্রণার সময় পড়বে :

হযরত আনাস রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বিপদাক্রান্ত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। যদি অগত্যা মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে–

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হায়াত আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর আমাকে মৃত্যুদান করুন, যদি আমার জন্য মৃত্যু মঙ্গলজনক হয়। *[সহীহ মুসলিম]*

রাসূলের প্রিয় দোয়া :

হযরত আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাতাদা হযরত আনাস রাযি.কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন দোয়া দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম অধিক দোয়া করতেন? তিনি বললেন, তিনি যে দোয়া দ্বারা অধিক দোয়া করতেন, তা এই যে, তিনি বলতেন–

اللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

হে আল্লাহ! আমাদের দান করুন দুনিয়ায় কল্যাণ এবং পরকালে কল্যাণ। আর আমাদের রক্ষা করুন জাহান্নামের আযাব থেকে। *[সহীহ মুসলিম]*

অনেক ফযীলতের একটি দোয়া :

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই; রাজত্ব তারই, যাবতীয় প্র্যশংসা তারই; তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান–) এই দোয়া দিনে একশ’ বার পাঠ করে, সে দশজন গোলাম

আযাদ করার সাওয়াব পাবে, তার আমলনামায় একশ' নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার থেকে একশ' গুনাহ মুছে দেওয়া হবে। আর তা ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান (তার কুমন্ত্রণা) থেকে তার জন্য রক্ষাকবচ হয়ে যায়। সেদিন সে যা করেছে, তার চেয়ে উত্তম পুণ্য সম্পাদনকারী কেউ হবে না। কিন্তু কেউ তার চে' বেশি আমল করলে (তার কথা ভিন্ন)। আর যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ (আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি) পাঠ করবে, তার যাবতীয় গুনাহ মোচন করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়। *[সহীহ মুসলিম]*

হযরত আমর ইবনে মাইমুন রাযি. বলেন, যে ব্যক্তি দশবার لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْـدَهُ لَا شَرِيْـكَ لَهُ لَهُ الْمُلْـكُ وَلَهُ الْحَمْـدُ وَهُـوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيْرٌ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই; রাজত্ব (সার্বভৌম ক্ষমতা) তারই, যাবতীয় প্রশংসা তারই, তিনিই

সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান) পাঠ করবে, সে যেন ইসমাঈল আ. এর বংশের চারজন গোলামকে মুক্তি দান করল। *[সহীহ মুসলিম]*

ওজনদার তাসবীহ :

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'টি কালিমা জিহ্বার উপর (উচ্চারণে) খুবই হালকা, মীযানের (পাল্লায়) অত্যন্ত ভারী, রাহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ) এর কাছে অতি প্রিয়। তা হল–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

(আমি আল্লাহ তাআলার সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, আমি মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। *[সহীহ মুসলিম]*

নওমুসলিমের দোয়া :

আবু মালিক আশজায়ী রহ. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এই দোয়া শিক্ষা দিতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ .

(হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমাকে হিদায়াত করুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন। *[সহীহ মুসলিম]*

হাজার নেকী :

মুসআব ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে (বসা) ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করতে সক্ষম? তখন সেখানে উপবিষ্টদের মধ্য থেকে এক প্রশ্নকারী বলল, আমাদের কেউ কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারবে? তিনি বললেন, সে একশ' বার তাসবীহ (سُبْحَانَ اللّٰهِ) পাঠ করলে তার জন্য এক হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে অথবা (এবং) তার থেকে এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে। *[সহীহ মুসলিম]*

নতুন জায়গায় গেলে পড়বে :

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি.র সূত্রে খাওলা বিনতে হাকীম সুলামী রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মনযিলে অবতরণ করে বলবে–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

(আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালাম দ্বারা তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই) সে ওই মনযিল থেকে অন্যত্র রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত তাকে কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করবে না। *[সহীহ মুসলিম]*

ঘুমের পূর্বের অন্য আমল :

হযরত বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করবে, তখন সালাতের ন্যায় তুমি উযু করে নেবে। এরপর ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। এরপর তুমি বল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ .

(হে আল্লাহ! আমি আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে সোপর্দ করলাম, আমার কাজ-কর্ম আপনার কাছে সমর্পণ করলাম। আমি পুরস্কার লাভের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে আমার পিঠ আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম (আপনার উপর ভরসা করলাম)। আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল ও মুক্তির স্থান নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, তার উপর ঈমান আনলাম, আপনি যে নবীকে প্রেরণ করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনলাম।)

নবীজী বলেছেন, আর এই বাক্যগুলোই যেন হয় তোমার শেষ কথা। এরপর যদি তুমি ওই রাতে ইনতিকাল কর, তাহলে তুমি ইসলামের উপরই ইনতিকাল করলে। *[সহীহ মুসলিম]*

হযরত বারা ইবনে আযিব রাযি. থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন তিনি বলতেন–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَبِاسْمِكَ أَمُوْتُ .

(হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই জীবিত থাকি আর আপনার নামেই মৃত্যুবরণ করছি।) আর যখন তিনি নিদ্রা থেকে উঠতেন, তখন বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

(সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবনদান করেছেন। আর তার দিকেই প্রত্যাবর্তন) *[সহীহ মুসলিম]*

নবীজীর বিশেষ কয়েকটি দোয়া :

১. হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সব দোয়া করতেন–

اَللّٰهُمَّ فَإِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَـةِ النَّـارِ وَعَـذَابِ النَّـارِ وَفِتْنَـةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَـةِ الْغِـنَى وَمِـنْ شَرِّ فِتْنَـةِ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَـقِّ قَلْـبِيْ مِـنَ الْخَطَايَـا كَمَـا نَقَّيْتَ الثَّـوْبَ الْأَبْـيَضَ مِـنَ الدَّنَـسِ وَبَاعِـدْ بَيْـنِيْ وَبَـيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَـيْنَ الْمَـشْرِقِ وَالْمَغْـرِبِ اَللّٰهُمَّ فَـإِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ .

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জাহান্নামের ফিতনা (আযাব) থেকে আশ্রয় চাই, জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই, কবরের সংকট, কবরের আযাব ও ধন-সম্পদের ফিতনা (বিপদ) এবং দারিদ্র্যের ফিতনার (যাতনার) অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আমি আপনার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অশুভ পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমার পাপরাশি বরফ ও শিলা দ্বারা ধুয়ে সাফ করে দিন। আমার কলব পরিচ্ছন্ন

করে দিন, যেভাবে আপনি সাদা কাপড় ময়লা থেকে সাফ করে দেন। আমি ও আমার পাপরাশির মধ্যে দূরত্ব করে দিন, যেমন আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অলসতা, বার্ধক্য, পাপ ও ধার-কর্জ (এর সংকট) থেকে আশ্রয় ও শরণ চাই। *[সহীহ মুসলিম]*

২. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য, কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার কাছে আরও আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর দুর্যোগের অনিষ্ট থেকে। *[সহীহ মুসলিম]*

৩. হযরত সুহাইল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সালিহ রহ. আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যখন আমাদের কেউ নিদ্রায় গমনের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন ডান কাত হয়ে শয্যাগ্রহণ করে। এরপর সে বলবে–

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالقُرآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ؛ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ الباطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وأَغْنِنا مِنَ الفَقْرِ.

হে আল্লাহ! আপনি আসমান, যমীন ও মহান আরশের প্রতিপালক। আমাদের প্রতিপালক ও সবকিছুর পালনকর্তা। আপনি বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী (সৃষ্টিকর্তা), আপনি তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকান অবতীর্ণকারী। আমি

আপনার কাছে এমন সকল কিছুর অনিষ্ট থেকে পানাহ্ চাই, আপনি যার মস্তক ধারণকারী (নিয়ন্ত্রণকারী)। হে আল্লাহ! আপনিই আদি, আপনার পূর্বে কোনো কিছুর (অস্তিত্ব) নেই এবং আপনিই অন্ত, আপনার পরে কোনো কিছু নেই। আপনিই যাহির (স্বপ্নকালে) আপনার ঊর্ধ্বে কিছু নেই। আপনি বাতিন (সুগোপনে) আপনার অগোচরে কিছু নেই। আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং দারিদ্র্য থেকে আমাদের অভাবমুক্ত করে দিন। *[সহীহ মুসলিম]*

৪. হযরত ফারওয়া ইবনে নাওফাল আশজায়ী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে কী কী দোয়া করতেন? তিনি বললেন, তিনি বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সেসব কর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, যা আমি আমল করেছি এবং আমি যা করিনি তা থেকে। *[সহীহ মুসলিম,]*

৫. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِىْ أَنْتَ الْحَىُّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ .

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি, আপনার প্রতিই ঈমান এনেছি, আপনার উপরই ভরসা করছি, আপনার দিকেই ধাবিত হয়েছি এবং আপনার সাহায্যেই (দুশমনের বিরুদ্ধে) লড়ছি। হে আল্লাহ! আপনার ইয্যতের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে পথভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন। আপনি চিরঞ্জীব সত্তা, যার মৃত্যু নেই। আর জিন ও মানব জাতি মারা যাবেই। *[সহীহ মুসলিম]*

৬. হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি এই দোয়া দ্বারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাতেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جِدِّيْ وَهَزْلِيْ وَخَطَئِيْ وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

হে আল্লাহ! আমি আমার গুনাহ, আমার মূর্খতা ও আমার কাজের সীমালংঘন এবং যে বিষয়ে আমার চাইতে আপনিই অধিক জানেন, তা ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যহীন অপরাধ এবং আমার অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত সব রকমের অপরাধ যা সবই আমার আছে (যা আমি করেছি)। হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দিন যা আমি আগে করে ফেলেছি এবং যা আমি পরে করব, যা আমি গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি। আর আপনি আমার চাইতে আমার বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। আপনিই অগ্রবর্তী

এবং আপনিই পরবর্তী। আপনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। *[সহীহ মুসলিম]*

৭. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন–

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীন ইসলাহ (পরিশুদ্ধ) করে দিন, যে দ্বীন আমার রক্ষাকবচ। আপনি সংশোধন করে দিন আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার জীবিকা (রয়েছে)। আপনি ইসলাহ (কল্যাণকর) করে দিন আমার আখেরাতকে, যেখানে আমার প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)। আপনি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করে দিন প্রতিটি কল্যাণময় কাজের জন্য এবং আপনি আমার মৃত্যুকে
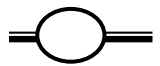
আরামদায়ক বানিয়ে দিন সব মন্দ থেকে। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৬৫৫]*

৮. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে তেমনই বলব, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বলতেন–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا .

হে আল্লাহ! আমি আপনারই কাছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আপনি আমার নফসে (অন্তর) তাকওয়া দান করুন এবং একে পরিশুদ্ধ করে দিন। আপনিই সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী, আপনিই এর মালিক ও

এর অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অনুপকারী ইলম থেকে ও ভয়-ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফস থেকে ও এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না। *[সহীহ মুসলিম]*

৯. হযরত আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সন্ধ্যা হত, তখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন–

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى اَلْمُلْكُ للهِ وَالْحَمْدُ للهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبْرِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি এবং রাজ্যও আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় পৌঁছেছে। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক (সত্তা), তার

কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তারই, প্রশংসা তারই এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে কল্যাণ চাই এই রাতের এবং তার পরবর্তী রাতেরও। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এই রাতের অনিষ্ট থেকে এবং এর পরবর্তী রাতের অনিষ্ট থেকেও। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই অলসতা, বার্ধক্যের (অহংকারের) মন্দ পরিণাম থেকে। হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে। *[সহীহ মুসলিম]*

কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন ফযীলতপূর্ণ আয়াত

১. আয়াতুল কুরসীর ফযীলত :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي "الله لا اله الا هو الحي القيوم" حتى تختم الآية فإنك لايزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح .

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী الله لا اله الا هو الحي القيوم থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। তা হলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে রক্ষাকারী ফেরেশতা নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান তোমার নিকট আসতে সক্ষম হবে না। *[সহীহ বুখারী]*

عن أبى اسامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قرأ آية الكرسي فى دبر كل صلوة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت .

হযরত আবু উসামা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো কিছু তার জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে থাকবে না। *[সুনানে নাসায়ী]*

২. সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত :

عن أبى مسعود الانصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فى ليلة كفتاه .

হযরত আবু মাসউদ আল আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সূরা বাকারার শেষ দুই

আয়াত পাঠ করবে, এটা তার ঐ রাতের জন্য (দুষ্ট জিন ও সব রকমের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য) যথেষ্ট হবে। *[সহীহ বুখারী]*

৩. সূরা কাহফের ফযীলত :

عن أبى سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين .

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, তার জন্য ওই জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত নূর চমকাতে থাকবে। *[সুনানে বাইহাকী]*

عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قرأ ثلاث آيات من اول الكهف عصم من فتنة الدجال .

হযরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শুরু থেকে তিন আয়াত তিলাওয়াত করবে, সে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা পাবে। *[জামে' তিরমিযী]*

৪. সূরা ইয়াসীনের ফযীলত :

عن معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تبارك و تعالى و الدار الآخرة الا غفر له و اقرؤوها على موتاكم .

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সূরা ইয়াসীন হল কুরআনের কলবস্বরূপ। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং পরকালের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট তোমরা তা পাঠ করবে। *[মুসনাদে আহমদ]*

عن عطاء بن ابى رباح قال بلغنى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من قرأ يس فى صدر النهار قضيت حوائجه .

হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ. বলেন, আমার নিকট পৌঁছেছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম দিকে সূরা ইয়াছীন পাঠ করবে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়া হবে। *[সুনানে দারেমী]*

৫. সূরা ওয়াকিআর ফযীলত :

عن ابى مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة لم يصبه فاقة ابدا و كان ابو مسعود يأمر بناته .

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিআ পাঠ করবে, সে কখনও দারিদ্র্যে পতিত হবে

না। আর ইবনে মাসউদ রাযি. তার কন্যাদেরকে প্রতি রাতে এ সূরা পাঠ করতে বলতেন। *[শুআবুল ঈমান]*

৬. সূরা মুল্‌কের ফযীলত :

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ان سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له و هي تبارك الذى بيده الملك .

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআনে ৩০ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে যা (তিলওয়াতকারী) ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে, ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সে সূরাটি হচ্ছে 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক'। *[তিরমিযী শরীফ]*

৭. সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত :

عن معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من قال حين يصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و قرأ ثلاث آيات من آخر

سورة الحشر وكّل الله به سبعين الف ملك يـصلون عليـه حتى يمسى و ان مات فى ذلك اليـوم مـات شـهيدا و مـن قالها حين يمسى كان بتلك المنزلة .

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিন বার أعـوذ بـالله الـسميع العلـيم পড়ে সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দোয়া করতে থাকে। ওই দিন যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তা হলে সে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করে। আর সন্ধ্যায় অনুরূপ পাঠ করলে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত ওই মর্যাদা লাভ করে। *[তিরমিযী শরীফ]*

মুমিনের প্রতিজ্ঞা : করব

১. সদা সত্য কথা বলব।
২. কিছু বলতে হলে ভাল কিছু বলব।
৩. সদা হাস্যোজ্জ্বল থাকার চেষ্টা করব।
৪. একাকী মুহূর্তগুলোয় যে কোনো ছোট ছোট তাসবীহ পড়তে থাকব।
৫. দৈনিক কিছু সময় মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী যিন্দেগীর ফিকির করব।
৬. দৈনিক অন্তত একজনকে নামাযের দাওয়াত দিব।
৭. দৈনিক কিছু কিছু সদকা/ দান করব।
৮. অনর্থক কথা-কাজ এড়িয়ে চলব।
৯. ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক এড়িয়ে চলব।
১০. দৃষ্টির হেফাজত/ বদ নজর, কুদৃষ্টি এড়িয়ে চলব।
১১. পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে বেশী বেশী সালাম দেব।
১২. কোনো গোনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে ইস্তেগফার করব।
১৩. রাগ দমন করব।

১৪. কোনো ভাল কাজের পূর্বে নিয়ত যাচাই করে নিব।

১৫. কারো কথায়/আচরণে কষ্ট পেলে সবর করব।

১৬. আত্মীয়-প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে সতর্ক থাকব।

১৭. অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য ঋণও পরিশোধের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব। সামান্য থেকে সামান্য ঋণ থেকেও মুক্ত থাকার চেষ্টা করব।

১৮. অধীনস্তদেরকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করব।

মুমিনের প্রতিজ্ঞা : করব না

১. মিথ্যা বলব না।

২. অনর্থক কিছু বলব না।

৩. গীবত-নিন্দা ও চোঘলখুরী করব না।

৪. বদ মেজায প্রদর্শন করব না।

৫. হারাম কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করব না।

৬. কেউ কষ্ট পেতে পারে, এমন কিছু বলব না/ আচরণ করব না।

৭. কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখব না।

৮. কারো কোনো উপকার করে কথায়, কাজে, আচরণে খোঁটা দেব না।

৯. উপকার করে বদলা বা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশা করব না।

১০. কারো পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে গড়িমসি করব না।

১১. ঝগড়া-তর্ক করব না।

১২. বেফাঁস মন্তব্য করব না।

১৩. কারো ব্যাপারে কু-ধারণা করব না।

১৪. আমানতের খেয়ানত করব না।

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, দক্ষিণগাঁও

১/এ দক্ষিণগাঁও পশ্চিমপাড়া (মাদরাসা রোড) বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪

এর

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, দক্ষিণগাঁও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামবিরোধী বিভিন্নমুখী ফেৎনার ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত এ জাতিকে হিদায়াতের আলো ঝলমল পথের দীক্ষা প্রদানের অভীষ্ট লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে চলছে। ঢাকার নিম্নাঞ্চল সুজাবাগ থানাধীন বৃহত্তর অঞ্চল বাসাবো, মাদারটেক নন্দীপাড়া, দক্ষিণগাঁও, একটি বিশাল ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এ এলাকায় বড় কোনো কওমী মাদরাসা না থাকায় এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের প্রকৃত রূপ অনুধাবন ও নিজ সন্তানাদিকে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ইলমে দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কুরআন-হাদীসের ব্যাপক ভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে এলাকায় শিরক বিদআত ও কুসংস্কারের সয়লাব চলছে। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বঞ্চিত,

তিমিরাচ্ছন্ন এ বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্মুখে হিদায়াতের প্রকৃত রূপ উপস্থাপন ও তাদের সন্তানাদিকে কুরআন-হাদীসের সঠিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে খাঁটি আলেমেদ্বীন ও নায়েবে রাসূলরূপে গড়ে তোলা এবং নববী চরিত্রে চরিত্রবান করার ব্রত নিয়েই এ জামিয়ার প্রতিষ্ঠা।
আলহামদুলিল্লাহ! অল্লাহর ফজলে এক দানবীর ভাই মাদরাসা, এতিমখানা ও জামে মসজিদ কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য এপ্রিল ২০০৬ ইং এ মাদারটেক আদর্শপাড়া দক্ষিণগাঁও সংযোগ সড়ক এলাকায় ০৮ (আট) কাঠা নিচু জায়গা ওয়াকফ করে দিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে পার্শ্ববর্তী জায়গা ক্রয় করে মাদরাসার পরিধি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। উক্ত পৌনে দুই কাঠাসহ বর্তমানে মাদরাসার সর্বমোট জমির পরিমাণ এক বিঘার উপর।

জামিয়ার দুটি ফান্ড রয়েছে

একটি সাধারণ ফান্ড : এতে দানশীল ভাইদের মাসিক দান, বাৎসরিক দান ও এককালীন সাধারণ দান জমা করা হয়। যা থেকে জমি ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ, জমি ভরাট,

গৃহ নির্মাণ ও শিক্ষক বেতন নির্বাহের কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়টি গোরাবা ফান্ড : এতে যাকাত, ফেৎরা, মান্নত, কাফ্ফারা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা জমা করা হয়। এর দ্বারা এতিম, মিসকীন ও গরীব ছাত্রদের লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে খাবারের ব্যবস্থাসহ প্রাথমিক চিকিৎসা ও কিতাবাদির ব্যবস্থা করা হয়।

জামিয়ার শিক্ষাসূচি ও বিভাগসমূহ

নূরানী মক্তব বিভাগ : এ বিভাগে ২ বছরের কোর্সে ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে আরবী, বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ সহীহ-শুদ্ধভাবে নাজেরা চালু করে পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা হয়। সেই সাথে নামাযের যাবতীয় নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন মাসনূন দোয়া ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসায়েল চল্লিশ হাদীসসহ শিক্ষা দেওয়া হয়। একই সাথে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা, অংক ও ইংরেজি গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হয়।

হিফজুল কুরআন বিভাগ : যারা কোরআন শরীফ সহীহ-শুদ্ধভাবে নাজেরা চালু করে পড়তে পারে, এ বিভাগে

তাদেরকে কুরআন শরীফ হিফজ (মুখস্থ) করানো হয়। বিগত ৯ বছর ধরে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ হাফেজ দ্বারা আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে এ বিভাগের কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর অত্র মাদরাসায় হিফজ সম্পন্নকারী ছাত্ররা বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ্ (বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড) এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ভালো ফলাফলের মাধ্যমে সুনাম অর্জন করছে।

কিতাব বিভাগ : যারা হাফেজ কিংবা অন্তত সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেছে, এ বিভাগে তাদেরকে ১ম জামাত থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকাহ্ (ইসলামী আইন শাস্ত্র) উসূলে ফিকাহ্, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, আকাইদ, বালাগত (অলংকার শাস্ত্র) ও মানতেক (যুক্তিবিদ্যা)সহ যাবতীয় বিষয়ের কিতাবসমূহ শিক্ষাদানের মাধ্যমে যোগ্য আলেমে দ্বীন হিসাবে গড়ে তোলা হয়। উল্লেখ্য, এ বিভাগে ৩য় শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি

পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা, অংক ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ইফতা বিভাগ : (ইসলামী আইন শাস্ত্রের উচ্চতর ডিগ্রি কোর্স) এ বিভাগে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্নকারী উপযুক্ত ও দাওরায়ে হাদীসে ভালো ফলাফল অর্জনকারী ছাত্রদের যোগ্য মুফতীদের তত্ত্বাবধানে ইসলামী আইন শাস্ত্রের সর্বোচ্চ কিতাবাদি পাঠদান করা হয় এবং এ বিভাগ থেকে মুসলিম জনগণের সমসাময়িক জিজ্ঞাসার ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জবাব ও ফতোয়া প্রদানসহ ফারায়েয এর সমাধান সুচারুরূপে লিখিতভাবে দেওয়া হয়।

কুতবখানা বা লাইব্রেরি : এ বিভাগ থেকে জামিয়ার শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রদেরকে যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক ও তদসম্পর্কীয় অভিধান এবং ব্যাখ্যাগ্রন্থাদি কোনো বিনিময় গ্রহণ ছাড়াই সাময়িকভাবে ধার দেওয়া হয়। সময়ের বিচারে জামিয়ার প্রতিষ্ঠার বয়স অতি কম হওয়ায় লাইব্রেরির প্রয়োজনীয় কিতাবের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এখনও হয়ে ওঠেনি। উপরন্তু দাওরায়ে হাদীস ও ইফতা বিভাগ চালু হওয়ায় ন্যূনতম ৫,০০,০০০/= (পাঁচ লক্ষ) টাকার

কিতাব একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সদকায়ে জারিয়ার উদ্দেশ্যে দানশীল ভাইদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ : এ বিভাগ থেকে বিভিন্ন সময়ে ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর পুস্তক-পুস্তিকা ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়। আপনারা নিশ্চয়ই জেনে খুশি হবেন, ধারাবাহিকভাবে প্রথম দুই বছর জামিয়ার দাওরায়ে হাদীস ফারেগ ছাত্রদের উদ্যোগে 'দারুল উলূম স্মারক' নামে ২২৪ পৃষ্ঠার একটি স্মারকগ্রন্থ ও 'ইসলাম কী' নামে ১৯২ পৃষ্ঠার অপর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। যা সুধীজনদের নিকট অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তী বছর 'দারুল উলূম স্মারক' হিসাবে প্রকাশিত 'নামাযের মাসায়েল ও স্থায়ী সময়সূচি' এর ব্যাপক চাহিদায় সুধীমহলের পরামর্শের ভিত্তিতে পুনরায় বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণসহ আবারো প্রকাশ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেয়ামতের পূর্বে উম্মতে মুসলিমার উপর পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত

বিভিন্নমুখী ফিৎনার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক করেছেন। ইরশাদ করেছেন, 'বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে, আমার উম্মত তিহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে এক ফেরকা (আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ) ব্যতীত সকলের ঠিকানাই জাহান্নাম'।

মুসলিম উম্মাহর জন্য যুগে যুগে বিপদজনকভাবে আবির্ভূত হওয়া বাহাত্তর ফেরকা সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক করা নায়েবে রাসূল তথা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক অর্পিত এই দায়িত্বের নিরিখেই গত দু' বছর আগের দাওরায়ে হাদীস ফারেগ ও ইফতা বিভাগের ছাত্ররা বর্তমান যমানার উম্মতে মুসলিমার জন্য বিপজ্জনক ফিৎনা গাইরে মুকাল্লিদীন তথা মাযহাববিরোধীদের স্বরূপ উম্মোচনে 'মাযহাব বিরোধীদের উপহার' নামে প্রায় সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ! অতীতের সবক'টি স্মারক গ্রন্থের তুলনায় তা অনেক বেশি প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষত আলেম সমাজে তা বিপুল সমাদৃত হয়েছে।
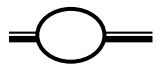
লিখনীতে যোগ্য কলম সৈনিক তৈরির লক্ষ্যে 'দারুল উলূম' নামে ষান্মাসিক বাংলা আরবী দেয়ালিকা বের করা হচ্ছে। আগামীতে যুগোপযোগী ও সমসাময়িক বিষয়াবলির উপর ইসলামী দিক নির্দেশনা সম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ একটি মাসিক পত্রিকা বের করার একান্ত ইচ্ছা আমাদের রয়েছে।

দাওয়াত ও তাবলীগ বিভাগ : এ বিভাগের অধীনে সাল লাগানো যোগ্য আলেম মুবাল্লিগের তত্ত্বাবধানে আসাতিযায়ে কেরাম ও ছাত্রদের তরতীব করে ২৪ ঘণ্টার জামাত এবং ছুটিতে ৩ দিনের জামাত ও চিল্লার জামাত পাঠানোর মাধ্যমে ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রশিক্ষণ বিভাগ : এ বিভাগে ছাত্রদেরকে আরবী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রশিক্ষণ এবং শিরক-বিদআতসহ 'ফিরাকে বাতেলাহ'র (ভ্রান্ত দল-উপদল) মোকাবিলায় বক্তৃতা ও লিখনীর মাধ্যমে 'মুনাযারা' ও 'মুবাহাছা'র (বিতর্ক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য মুনাযির (বাগ্মী) হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

পাঠাগার : 'দারুল উলূম পাঠাগার' নামে একটি আদর্শ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার বাসনা আমাদের দীর্ঘদিনের। যেখানে বিখ্যাত লেখকদের ইসলামী জ্ঞানসমৃদ্ধ বই-পুস্তক ও মহা মনীষীদের জীবনী গ্রন্থাদি থাকবে। যা সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের অবসর সময়ে পাঠ করার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বর্তমানে ক্ষুদ্রাকারের এ পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করতে দানশীল ভাইদের সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বিভাগ : এ বিভাগে উপরের জামাতের ছাত্রদেরকে নিজস্ব কম্পিউটারে যুগচাহিদার নিরিখে ফ্রি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ফতোয়া বিভাগ : এ বিভাগে প্রখ্যাত ও যোগ্য মুফতী সাহেবদের দ্বারা ইসলামী বিষয়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও মাসআলা-মাসায়েলের শরয়ী সমাধান দেওয়া হয়।

বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম : কর্মব্যস্ত মানুষের দ্বীনী শিক্ষার বিষয়টি আমাদের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বর্তমানে প্রতিদিন এশার নামাযের পর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েলসহ আরবী অক্ষরজ্ঞান

থেকে শুরু করে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষার সম্পূর্ণ ফ্রি কার্যক্রম চলছে। অচিরেই তা আরও গতিশীল করা হবে ইনশাআল্লাহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : মাদরাসার জরুরত পূরণে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে উস্তাদ ও ছাত্রদের সমন্বয়ে দৈনিক আসর নামাযের পর খতমে খাজেগান পাঠ করা হয়। এতে দানশীলগণের রোগ, বালা-মুছিবত দূর ও মৃত মুরব্বী আত্মীয় স্বজনের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষভাবে দোয়া করা হয়।

জামিয়ার নির্মাণ পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয়তা

জামিয়ার বিভাগভিত্তিক ছাত্রদের শেণিকক্ষের অপ্রতুলতা ও আবাসিক ছাত্রদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় শুরু থেকেই ভরাটহীন জায়গা ভরাটের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিছু দ্বীন দরদী ভাইয়ের সার্বিক সহযোগিতায় ভরাট সমাপ্ত করে সেমি পাকা গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়। জেনে খুশি হবেন, ইতোমধ্যে জামিয়ার লেখা-পড়ার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় দিন দিন ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কারণে শ্রেণিকক্ষের অভাব ও আবাসিক সমস্যা প্রকট

আকার ধারণ করেছে। তাই মাদরাসার নতুন ক্রয়কৃত পাঁচ কাঠা ভরাট করে বিল্ডিং নির্মাণ একান্ত অপরিহার্য। সে লক্ষ্যে দানশীল ভাইদের সুদৃষ্টি কামনা করছি। আমাদের আশা ও পরিকল্পনা, রাজধানী ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এ জামিয়াকে ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় ইসলামী বিদ্যাপীঠরূপে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজন পার্শ্ববর্তী আরও জায়গা খরিদ করে মাদরাসার পরিধি বাড়ানো এবং পর্যায়ক্রমে ভবিষ্যতে পারমান্যান্ট প্লান করে বহুতল বিশিষ্ট ছাত্রাবাস ও মসজিদ নির্মান করা। এ দিকেও দানশীল ভাইদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।

এক নজরে জামিয়ার ভবিষ্যত পরিকল্পনা

পূর্ণাঙ্গ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নানামুখী কর্মপরিকল্পনা অপরিহার্য। তাই এ জামিয়াকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নীচে জামিয়ার ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলো সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হল।

- পাঁচ হাজার লোকের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মসজিদ নির্মাণ।
- স্বতন্ত্র দরস্গাহ (শিক্ষা ভবন) নির্মাণ।
- স্বতন্ত্র ছাত্রাবাস নির্মাণ।
- স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ একাডেমিক গ্রন্থাগার নির্মাণ।
- স্বতন্ত্র শিক্ষক কোয়ার্টার।
- স্বতন্ত্র সেমিনার কক্ষ।
- স্বতন্ত্র মেহমানখানা নির্মাণ।
- স্বতন্ত্র কারিগরি শিক্ষা ভবন নির্মাণ।
- চিকিৎসা শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা।
- নিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা।
- সমসাময়িক বিষয়াবলির উপর প্রকাশনা।
- আর্তমানবতার সেবায় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন।
- ধারাবাহিক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালানো।
- স্বতন্ত্র সাধারণ পাঠাগার।
- স্বতন্ত্র মহিলা পাঠাগার।

বর্তমান অবস্থায় জামিয়ার একান্ত প্রয়োজন

- ❖ জামিয়ার ক্রয়কৃত জায়গার মূল্য পরিশোধকল্পে ঋণকৃত ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকার ব্যবস্থা করা।
- ❖ জামিয়ার ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পার্শ্ববর্তী খালি জায়গা ক্রয় করে আওতাভুক্ত করা।
- ❖ জামিয়ার শ্রেণিকক্ষের অত্যন্ত অভাব। তাই ক্রয়কৃত খালি জায়গা ভরাট করে ভবন নির্মাণ করে সুষ্ঠু পাঠদানের পরিবেশ তৈরী করা।

এ ব্যাপারে দানশীল ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

জামিয়ার উন্নয়ন ও সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় নির্বাহে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি দাতা কমিটি গঠন বাস্তবায়নাধীন আছে

১. ‘খুলাফায়ে রাশেদীন’ তথা ইসলামের চার খলীফার সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আজীবন মাসিক ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) দানের চার সদস্য বিশিষ্ট ‘খুলাফায়ে রাশেদা কমিটি’।

যা এখনও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এ দিকে দানশীল ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

২. 'আশারায়ে মোবাশ্‌শারা' তথা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আজীবন মাসিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) দানের দশ সদস্য বিশিষ্ট 'আশারায়ে মোবাশ্‌শারা কমিটি'। ইতিপূর্বে যার তিন সদস্য পূর্ণ হয়েছে। বাকি সদস্য পূরণে দানশীল ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৩. 'আসহাবে বদরিয়্যীন' তথা ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশেষ ফযীলতের অধিকারী তিন শত তেরো জন সাহাবীর স্মরণে আজীবন মাসিক ১০০/- (এক শত টাকা) দানের তিন শত তেরো সদস্য বিশিষ্ট 'বদর কমিটি'। এখন পর্যন্ত যার ১২৬ জন পূর্ণ হয়েছে। বাকি সদস্য পূরণে দানশীল ভাইদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উক্ত কমিটিতে একজনের একাধিক নাম নেওয়ারও সুযোগ রয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করি, দানশীলগণের সকল দান ও মেহনত কবুল করে দানকারী ও তাদের পরিবারের হেদায়েত ও নাজাতের উসিলা করেন। আমীন।

বেদনার অশ্রুমালায় বিদায়ের বর্ণমালা

স্বচ্ছ নীলাকাশ ছেয়ে গেছে ঘন কালো মেঘে। ঝলমলে রোদে আলোকিত প্রকৃতি মুহূর্তেই ধারণ করল বিমর্ষরূপ। দেখতে দেখতে চোখের দু'কুল ছাপিয়ে শুরু হল কান্নার ঝড়। ফোঁটায় ফোঁটায় ধ্বনিত হেচ্ছ বুকফাটা করাণ আর্তনাদ।

কেন এত মেঘ, এত বর্ষণ, এত আর্তনাদ? কারণ, প্রকৃতির সামনে এমন এক মুহূর্থ, যার কথা ভাবতেই হৃদয় মুর্ছা যায়। তা হল, নির্বাক বিদায়ের নিষ্ঠুরতম আঘাত। যা মানব হৃদয়কে করে ক্ষত-বিক্ষত, ছিন্ন-ভিন্ন। যে মুহূর্তে পূর্ণিমার আলো হারিয়ে আঁধারে ছেয়ে যায়। প্রবহমান নদী শুকিয়ে ধারণ করে মরুভূমির আকার। এমন এক করুণ মুহূর্তে কি ব্যক্ত করা কিছু প্রাণহীন বর্ণমালায়? কেউ কি পারবে তা চিত্রায়িত করতে কাগজের পাতায়?

অতীতের মন মাতানো এক বসন্তে, আঁধার কেটে আলোর দিগন্তে পথ চলতে শিশির স্নাত এক প্রভাতে আমরা জড়ো

হয়েছিলাম এই কাননে। মরু-বিয়াবানের পথ-বিস্মৃত মুসাফির পথ খুঁজে পাওয়ার পর শত আশা-প্রত্যাশা যেমন উঁকি দেয় তার হৃদয়ে, তেমনি এক ঝাঁক আশা সেদিন বেঁধেছিল আমাদের হৃদয় ছাউনিতে। তৃষ্ণার্ত মধু-মক্ষিকা হয়ে ইলমে নববীর সুধা আহরণে শুরু হয়েছিল আমাদের পথ চলা। অকৃত্রিম আলোর দিগন্ত চির অম্লান নূরের মারকায 'দারুল উলূম' একদিন আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল তার স্নেহডোরে। এই জামিয়ার প্রীতি বন্ধনে সেদিন ভুলে গিয়েছিলাম মাতৃক্রোড়ের বিচ্ছেদ-বেদনা। মনে হয়েছিল এ মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে কোনোদিন বিদায় নিতে হবে না।

হায়রে বিদায়! যদিও তুমি তিক্ত তবু তুমি সত্য। প্রকৃতির অমোঘ বিধান মতে আজ বিচ্ছেদের এই কণ্টক-মালা বরণ আমাদের করতেই হচ্ছে।

আজ এই বিদায়ক্ষণে নিজেদের অজান্তেই টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছে বেদনার অশ্রুধারা। অতীতের সোনালি দিনের হাজারো স্মৃতি আজ হৃদয়-সাগরে উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় ফুলে ফেঁপে উঠছে। এই বিরহে কী যে নিদারুণ
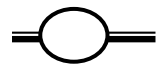
ব্যাথা! কী যে জ্বালা যন্ত্রনা তা শুধু অন্তরই জানে আর জানেন অন্তর্যামী!

আজ বিদায় যাত্রীর বেদনাক্লিষ্ট ভারাক্রান্ত হৃদয় কিছু নিবেদন করতে চায়। সাথী-সতীর্থ, অনুজ-অগ্রজ, উস্তায-আসাতিযা জামিয়ার সবার কাছে। আশা এই, যদি এতে কিছুটা লাঘব হয় বিদায় বেদনা! কিঞ্চিত শীতল হয় বিরহের তপ্ত ফোঁটা। হৃদয়ের সিক্ত আঁখি কিছুটা যদি প্রবোধ মানে!

ইলমে ওহীর নন্দিত কানন হে জামিয়া!

মিথ্যা ও অসত্যের দাবানলে বিশ্ববিবেক আজ স্তব্ধ। সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তুলে ভুয়া অজুহাতে সারা বিশ্বে চলছে নির্বিচারে মুসলিম হত্যাযজ্ঞ। ডুকরে ডুকরে কেঁদে অসহায় মানবতা পাচ্ছে না কিঞ্চিৎ ঠাঁই। সৎ পন্থায়ও প্রতারণা চলছে অহর্নিশ।

আমাদের প্রাণপ্রিয় হে বিদ্যাপীঠ! জাতির এ নাজুক পরিস্থিতিতে ইলমের প্রদীপ্ত মশাল হাতে হেরার জ্যোতিবাহী দুর্গ ও সত্যের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। মানুষ তোমাকে ইট-পাথরে তৈরি কতগুলো
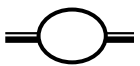
ভবনসমষ্টি জড়বস্তু মনে করে, কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা, যদি তাই হত, তাহলে তোমার সাথে আমাদের এই নিবিড় বন্ধন কীসের? কেন তোমার প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাও আমাদের বিচ্ছেদের বিরহে অশ্রু ঝরাচ্ছে? কেন আমরা তোমার প্রতিটি কণা থেকে শুনতে পাই, 'যেও না বন্ধু যেও না।'! তুমি স্থায়ী হবে, সফলতার শিখরে আরোহন করবে, তোমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে দিক-দিগন্তে, আমাদের এই বিশ্বাসে কোনো খাদ নেই। কারণ, তুমি এমন এক ব্যক্তিত্বের পরিশ্রমের ফসল, যার আপাদমস্তক ন্যায়-নিষ্ঠা ও তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ'র বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তোমার বিচ্ছেদ সইব কী করে, বল! হৃদয়ের গুমড়ে ওঠা ব্যথার কুণ্ডুলি অশ্রু হয়ে ঝড়ে পড়ছে। আকস্মাৎ এ বিদায় আওয়াজে আমরা বিমর্ষ-বিমূঢ়, স্তব্ধপ্রায়, নিশ্চল-নির্বাক। কখনো অনুভব করিনি, বিদায় বাস্তবতা এত নির্মম! বিদায় চিত্র এতটা করুন! তোমাকে ত্যাগের তীব্র বেদনায় প্রকৃতি আজ সকল প্রান্ত হতে একসঙ্গে গেয়ে উঠেছে নিঃশব্দ সকরুণ সুরে-

কত শত স্মৃতি কেঁদে কেঁদে ওঠে

বড় সকরুণ সুর,
বিরহে কাতর স্মৃতি যেন বলে
বিদায় তুমি নিষ্ঠুর!
তোমার ভুবন হবে নাকো জানি শূন্য কভু দল
বিদায়ের ক্ষণে রেখে যাই শুধু বেদনার আঁখিজল।

প্রাণপ্রিয় হে জামিয়া!

জানি, আমরা চলে গেলেও তোমার আঙ্গিনা আগের মতোই মুখরিত থাকবে নবাগত বিহঙ্গের কলরবে। তোমার শত সহস্র সন্তানের ভীড়ে আমাদের একজনের নাম হয়তো তোমার মনেই থাকবে না। হে প্রিয় জামিয়া! বিশ্ব স্রষ্টার ন্যয়-নিষ্ঠ আদালতে আমাদের ভুলো না। স্বীকৃতি দিয়ো হেজাযী কাফেলার অনুসারী হিসেবে। আমরা যে তোমারই সন্তান!

আলোর পথের রাহবার পিতৃতুল্য হে আসাতিযায়ে কেরাম!

আজ বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুসজল নয়নে নিষ্ঠুর বিদায়লগ্নে কী দিয়ে যে আপনাদের সম্মান প্রদর্শন করব, তার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। বুকভরা আশা নিয়ে পিপাসায়

কাতর হয়ে পতঙ্গের ন্যায় ছুটে এসেছিলাম এ মনভোলা মহুয়াবনে। এসে বঞ্চিত হইনি একটুও। আপনারা আমাদেরকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন স্নেহ ভালোবাসার কোমল পরশে। আর কেবল অঞ্জলি ভরেই দেননি, দিয়েছেন মন উজাড় করে। আপনাদের স্নেহ-প্রীতি ছিল পিতা-মাতার চেয়েও উর্ধ্বে। শাসন ছিল রহমত ও কঠোরতা ছিল আশীর্বাদ। আমাদের হৃদয়কে ইলমে ওহীর স্বর্গীয় আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে তুলতে আপনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ভুলিনি আমরা, কখনো ভুলব না, ভুলবার নয় কখনো। সাধ্যের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোটেই আপনাদের কার্পণ্য ছিল না। কিন্তু নির্বোধ এই আমরা হেলায়-খেলায়, বেলায়-অবেলায় দিয়েছি আপনাদের সীমাহীন কষ্ট। তবুও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হননি।

গায়ের চামড়া দিয়ে জুতা বানিয়ে দেবার একটি প্রবাদ আছে। কিন্তু রক্তের প্রতিটি অনু যাদের ত্যাগ ও সাধনার কাছে ঋণী, শরীরের প্রতিটি লোমকূপ যাদের অবদান-অনুগ্রহের কাছে চির কৃতজ্ঞ, গায়ের তুচ্ছ চামড়ার কি
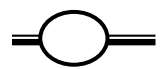
যোগ্যতা আছে তাদের পায়ের জুতা হবার? আজ অস্তিত্বের প্রতিটি কণায় অনুভব করছি আপনাদের অসামান্য ঋণের বোঝা। কী দিয়ে শোধাব এ ঋণ–

জানি এ ঋণ শোধ হবে না
আজীবন কাঁধে রবে,
নববী ইলম স্বর্গীয় ঋণ
শোধ নেই তার ভবে।

তাই তো আল্লাহর কাছে বলি, 'হে আল্লাহ! তুমি তোমার শান মোতাবেক তাদের প্রতিদান দাও। তাদের কোমল পরশের ছায়া আরও দীর্ঘায়িত কর। ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে পড়ন্ত বিকেলে বেদনার তীরে দাঁড়িয়ে আজ ক্ষমা চাচ্ছি সেসব অবাঞ্ছিত ও অমার্জিত আচরণের জন্য, যা ছিল নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাপ্রসূত।'

আর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস, আপনারা ক্ষমা করবেনই। কারণ, আমরা যে আপনাদেরই সন্তান!

জাতির সোনালি ভাবিষ্যত হে প্রিয় অনুজপ্রতিম বন্ধুরা!

পুষ্পের সৌরভে সুশোভিত ঐতিহ্যবাহী এ দারুল উলূম। মনোরম পরিবেশে অতিবাহিত করেছি তোমাদের সাথে

দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময়। জামিয়ার এই ইলমী উদ্যানে ছিলাম একই মায়ের সন্তানের ন্যায় ভ্রাতৃত্বের সুতোয় গাঁথা। শিক্ষা সফরে সঙ্গী ছিলাম একে অপরের আনন্দ-বেদনায়। আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম একই বৃক্ষের ছায়ায়। কিন্তু হঠাৎ বজ্রধ্বনির মতো আঘাত হানল বিদায়ের নিষ্ঠুরতম আওয়াজ; যা ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে তুলেছে আমাদের অন্তরকে। তাই বিরহে আজ পার্থক্য করতে পারছি না কল্পকথা ও বাস্তবতার মাঝে। এ যাবৎ যারা এ পথের পথিক হয়েছিলেন, শুধু কল্পনা করতাম তাদের বিরহ-বেদনা। কিন্তু আজ অনুভব করছি তার কঠিন তীব্রতা!

বন্ধু! কালের খেয়ায় চড়ে আমরা অগ্রজ হয়েছি ঠিকই, কিন্তু বড় হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারিনি। তোমরা তোমাদের কর্তব্য পালন করেছ ঠিকই, বরং দিয়েছ তার চেয়েও অনেক বেশি। করেছ অনেক সম্মান, দেখিয়েছ অনেক ভক্তি। পক্ষান্তরে আমাদের দুর্ব্যবহার আর অসদাচরণ তোমাদের কাছে তো স্পষ্ট। কখনও আবেগের বশবর্তী হয়ে ইচ্ছায়, আবার কখনও

মনের অজান্তে তোমাদের কোমল হৃদয়ে দিয়েছি অনেক যাতনা। কিন্তু তোমরা নিয়েছ তা সহাস্যবদনে বরণ করে আর আন্তরিকতা দিয়ে ভরে দিয়েছ আমাদের হৃদয়কে। এই অনুশোচনায় আজ হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম। অন্তরের অন্তস্তলের এই কথাগুলো তোমরা তখনই অনুধাবন করতে পারবে, যখন তোমরাও আমাদের মতো এই পথের পথিক হবে।

শোন! দায়িত্ব ভুলে যেয়ো না। বিশ্বজুড়ে আগ্রাসী সভ্যতার সর্বগ্রাসী সয়লাবের মুখে তোমাকেই গড়ে তুলতে হবে 'সাদ্দে সেকান্দারী'।

দেখো! বিশ্ব আজ মুসলিম হত্যাযজ্ঞের নারকীয় বিভীষিকায় খুনরাঙ্গা রক্ত পলাশে পরিণত হয়েছে। অসভ্যতার পৈশাচিক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আফগান। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আজ জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। ইরাকবাসীর খুনে থৈ থৈ করছে দজলা-ফুরাত; সিন্দানাবাসীর খুন গড়িয়ে পড়ছে প্রশান্ত মহাসাগরে। লাল মসজিদের লালরক্ত আজও শুকায়নি; সিরিয়া-লিবিয়ায় এখনও বইছে রক্তের

নদী। বঙ্গোপসাগরের বুকে এখনও ভাসছে হতভাগা আরাকানী মুসলিম ভাইয়ের লাশ!

অবশেষে ভালোবাসার গভীরতা ও স্নেহের বিশালতা নিয়ে প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করছি– তোমরা অনেক বড় হও, হও জাতির কাণ্ডারী। আমাদের জীবনে ভুলের যে হিমালয় গড়ে উঠেছে, তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে তোমাদের জীবনে। আমাদের বিশ্বাস, তোমরাই পারবে সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে চলতে। তোমাদের জীবন হোক বসন্তের অপরূপ সৌন্দর্য-শোভায় সুশোভিত। কুসুম বিলাসে ভরে উঠুক তোমাদের হৃদয় গভীরের নির্মল উদ্যান।

শেষ হয়ে এল বুঝি বেলা
ফুরাল ফাগুন রাতের মেলা,
চলে গেছে অনেক সোনালি সময়
হোক এ বিদায় প্রভু কল্যাণময়।

জলসা-ভাঙ্গা বিদায়ী বন্ধুরা এসো! আর লুকিয়ো না মুখ! অশ্রু লুকানোর বৃথা চেষ্টা করো না আজ। বন্ধুরা ঐ যে

দেখো অদূরেই বিদায়-তরী ঘাটে নোঙ্গর ফেলেছে। আহ্বান করছে আমাদের। চলছি বন্ধু বিদায় বি-দা-য়।

জলসা-ভাঙ্গা ঘরে
মোর শূন্য আঁখি কাঁদেরে
কাঁদে নীরব বেদনায়,
কোথায় হারিয়ে গেল
সোনালি সকালগুলো
এক পলকের ইশারায়।

– *বিদায়ী কাফেলা*

এবার যারা মাওলানা হলেন

[১৪৩৭-৩৮ হিজরী মোতাবেক ২০১৬-১৭ ইং শিক্ষাবর্ষে **‘দাওরায়ে হাদীস’** সমাপনকারী ছাত্রদের নামের তালিকা]

০১

মুহা. আমির হুসাইন

পিতা : মোঃ আব্দুল্লাহ
গ্রাম : রামেশ্বরপুর
পো. : চাপ্রাশির হাট
থানা : কবিরহাট
জেলা : নোয়াখালী
রক্তের গ্রুপ : B+
মোবাইল : ০১৮৩৯ ০৫২৯৮২

০২

মুহা. আশিকুর রহমান

পিতা : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

গ্রাম : শহিদনগর

পো. : গৌরিপুর

থানা : দাউদকান্দি

জেলা : কুমিল্লা

রক্তের গ্রুপ :

মোবাইল :

০৩

মুহা. শামিম রেজা

পিতা : মোহাম্মদ আইনুল হক

গ্রাম : কৈজুরী

পো. : কৈজুরী

থানা : শাহজাদপুর

জেলা : সিরাজগঞ্জ

রক্তের গ্রুপ :

মোবাইল : ০১৭৩৫ ২৫৫৮৭৩

এবার যারা মুফতী হলেন

[১৪৩৭-৩৮ হিজরী মোতাবেক ২০১৬-১৭ ইং শিক্ষাবর্ষে **'তাখাসসুল ফিল ফিক্‌হ'** সমাপনকারী ছাত্রদের নামের তালিকা]

০১

মুহা. আমিনুল ইসলাম

পিতা : মরহুম আব্দুর রহমান

গ্রাম : তেলজুড়ী

পো. : তেলজুড়ী

থানা : বোয়ালমারি

জেলা : ফরিদপুর

রক্তের গ্রুপ : B+

মোবাইল : ০১৭২০ ৯৩৮৭৩৩
০১৯৭০ ৯৩৮৭৩৩

০২

মুহা. বেলায়েত হুসাইন

পিতা : মরহুম আব্দুল হাফিজ
গ্রাম : ভোটাল নোয়াবাড়ী
পো. : পাইকপাড়া
থানা : ফরিদগঞ্জ
জেলা : চাঁদপুর
রক্তের গ্রুপ : B+
মোবাইল : ০১৮৬৮ ৮৫৬৯৮১

০৩

মুহাম্মদ আলী

পিতা : মুহা. সেলিম হাওলাদার
গ্রাম : সাতলা
পো. : সাতলা
থানা : উজিরপুর
জেলা : বরিশাল
রক্তের গ্রুপ : A+
মোবাইল : ০১৯৬৬ ৬৩৯২৩৫

০৪

মুহা. সাজিদুর রহমান

পিতা : সিদ্দীক আলী
গ্রাম : হোগলডাঙ্গা
পো. : বিষ্ণুপুর
থানা : ডামুরহুদা
জেলা : চুয়াডাঙ্গা
রক্তের গ্রুপ : A+
মোবাইল : ০১৯৬০ ৭০৪০৮৭

০৫

মুহা. খালেদ সাইফুল্লাহ

পিতা : হা. মাও. রওশন আলী
গ্রাম : কুশায়াড়ীয়া
পো. : সত্তপুর
থানা : মাগুরা
জেলা : মাগুরা
রক্তের গ্রুপ : B+
মোবাইল : ০১৭৫৩ ১৪৮৬২৯

০৬

মুহা. দেলোয়ার হুসাইন

পিতা : মোঃ নবী হুসাইন
গ্রাম : মছলন্দপুর
পো. : বারদী বাজার
থানা : সোনার গাঁও
জেলা : নারায়নগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : A+
মোবাইল : ০১৯৫৯ ২০২০৩৫

০৭

মুহা. বারাকাতুল্লাহ

পিতা : আব্দুল লতিফ
গ্রাম : কলাকান্দা
পো. : শ্রীবরদী
থানা : শ্রীবরদী
জেলা : শেরপুর
রক্তের গ্রুপ :
মোবাইল : ০১৯৪৮ ৮৬০৫৬৩

০৮

মুহা. ওসমান গনি

পিতা : নূর মোহাম্মদ
গ্রাম : মাটিয়াকুড়া
পো. : ধাতুয়া
থানা : শ্রীবরদী
জেলা : শেরপুর
রক্তের গ্রুপ : AB+
মোবাইল : ০১৯৮৯ ৯৭২৯৫৪

০৯

মুহা. সালমান আহমাদ

পিতা : মুহা. জসীম উদ্দীন
গ্রাম : তেঘরিয়া (বড় বাড়ী)
পো. : তেঘরিয়া
থানা : লাখাই
জেলা : হবিগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : B+
মোবাইল : ০১৭৪৩ ৩৯১০৯৮

১০

মুহা. ইকরামুল ইসলাম

পিতা : মোঃ নূরুল ইসলাম

গ্রাম : বড় পুটিমারী

পো. : মুন্সিগঞ্জ

থানা : আলমডাঙ্গা

জেলা : চুয়াডাঙ্গা

রক্তের গ্রুপ : O+

মোবাইল : ০১৮৭১ ৫০৫৫০৭

১১

মুহা. সাইফুল ইসলাম

পিতা : মোঃ আব্দুস সালাম

গ্রাম : পশ্চিম চর নাচনা

পো. : চর নাচনা

থানা : মাদারীপুর

জেলা : মাদারীপুর

রক্তের গ্রুপ :

মোবাইল : ০১৭৫৪ ৯১৯৭১২

১২

মুহাম্মাদ জুবাইরুল হক

পিতা : হা. মাও. আনওয়ারুল হক
বাসা : মিতালী ১০/৩, সুবিদ বাজার
পো. : সিলেট-৩১০০
থানা : বিমানবন্দর
জেলা : সিলেট
রক্তের গ্রুপ : AB+
মোবাইল : ০১৭৫৯ ৮৫৮১৯৮

১৩

মুহা. মিজানুর রহমান (মিজান)

পিতা : মুহাম্মদ বজলুর রহমান
গ্রাম : তেঘরিয়া
পো. : তেঘরিয়া
থানা : লাখাই (কালাউক)
জেলা : হবিগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : O+
মোবাইল : ০১৯৫০ ১৬০৯৭৯

১৪

মুহা. আলমগীর হুসাইন

পিতা : মোঃ লাল খাঁ মিয়া
গ্রাম : ভাতশালা
পো. : কাস্তুল বাজার
থানা : অষ্টগ্রাম
জেলা : কিশোরগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : AB+
মোবাইল : ০১৯৮০ ৬৩২৬২১

১৫

মুহা. আমীর হুসাইন

পিতা : আবুল কাশেম
গ্রাম : কলতাসূতী
পো. : বি.কে.এস.পি
থানা : সাভার
জেলা : ঢাকা
রক্তের গ্রুপ :
মোবাইল : ০১৯২২ ১৮৮৯৩০

১৬

মুহা. আবুল কাসেম আশরাফ

পিতা : মোঃ আলী আকবার শরীফ
গ্রাম : শ্রীপুর
পো. : শ্রীপুর
থানা : মেহেন্দীগঞ্জ
জেলা : বরিশাল
রক্তের গ্রুপ :
মোবাইল : ০১৭৬৪ ৪৫৭৭০৫

১৭

জাবির আহমাদ

পিতা : মাও. আব্দুল হান্নান
গ্রাম : জাওয়ার
পো. : জাওয়ার
থানা : তাড়াইল
জেলা : কিশোরগঞ্জ
রক্তের গ্রুপ : O+
মোবাইল : ০১৭৫৪ ৫৪১৩০৩

১৮

মুহা. আহসান উল্লাহ

পিতা : হাফেজ মঈন উদ্দীন
গ্রাম : ডোয়াই নগর
পো. : সোহাগপুর বাজার
থানা : কাপাসিয়া
জেলা : গাজীপুর
রক্তের গ্রুপ : O+
মোবাইল : ০১৯৮২ ৪১২০৭৭

১৯

মুহা. রাকীবুল ইসলাম

পিতা : মুহা. মুহিব্বুল ইসলাম
গ্রাম : হরিপুর
পো. : হরিণবেড় বাজার
থানা : নাছির নগর
জেলা : বি. বাড়িয়া
রক্তের গ্রুপ : O+
মোবাইল : ০১৭৪৭ ৫৫০৫৯৫
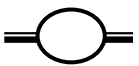
এবার যারা হাফেজ হলেন

[১৪৩৭-৩৮ হিজরী মোতাবেক ২০১৬-১৭ ইং শিক্ষাবর্ষে
‘**হিফজুল কুরআন**’ সমাপনকারী ছাত্রদের নামের তালিকা]

০১

মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

পিতা : মোঃ মুয়াজ্জেম
গ্রাম : নলেরটেক
পো. : আকোটের চর
থানা : সদরপুর
জেলা : ফরিদপুর
রক্তের গ্রুপ :
মোবাইল :

০২

মুহাম্মাদ মুহসিন

পিতা : মোঃ শাহজাহান

গ্রাম : দক্ষিণগাঁও

পো. : বাসাবো

থানা : সবুজবাগ

জেলা : ঢাকা

রক্তের গ্রুপ : O+

মোবাইল : ০১৯২২ ০০৫৯৫৩

০৩

মুহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ

পিতা : মোঃ মনির হোসেন

গ্রাম : লক্ষ্মীবরদী

পো. : লক্ষ্মীবরদী

থানা : সোনার গাঁ

জেলা : নারায়নগঞ্জ

রক্তের গ্রুপ : A+

মোবাইল : ০১৯৯২৪১০৬১৮

০৪

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

পিতা : মোঃ কবির হোসেন
গ্রাম : গুণগ্রাম
পো. : চাঁনতারা
থানা : ঘাটাইল
জেলা : টাঙ্গাইল
রক্তের গ্রুপ : O+
মোবাইল : ০১৬৭২ ১৩৯৯৫৩

০৫

মুহাম্মাদ আব্দুল আজিজ

পিতা : মোঃ আবু ছাইদ
গ্রাম : চর মাহমুদ্দী
পো. : গৌরিপুর
থানা : দাউদকান্দি
জেলা : কুমিল্লা
রক্তের গ্রুপ :
মোবাইল :

০৬

মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান

পিতা : মোঃ ইয়াছিন
গ্রাম : বড় হলদিয়া
পো. : নাওরি বাজার
থানা : মতলব
জেলা : চাঁদপুর
রক্তের গ্রুপ : A+
মোবাইল : ০১৭৩২ ৩০৯৪৯১

০৭

মুহাম্মাদ নাহিদ হাসান

পিতা : মোঃ মহিউদ্দীন
গ্রাম : কালিকাপুর
পো. : হোমনা
থানা : বাঞ্ছারামপুর
জেলা : বি.বাড়িয়া
রক্তের গ্রুপ : B+
মোবাইল :

১০

মুহাম্মাদ মাহদী হাসান

পিতা : মোঃ ইদরীস আলী

গ্রাম : বালিয়া

পো. : সালদি

থানা : মেহেন্দিগঞ্জ

জেলা : বরিশাল

রক্তের গ্রুপ : A+

মোবাইল : ০১৭৫৮ ৯৮৮১২১

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক টুকরো কাঠ হাতে নিয়ে বসা ছিলেন। তিনি তা দ্বারা জমিনে টোকা দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি তার মাথা উঠিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার জান্নাতে ও জাহান্নামের ঠিকানা পরিজ্ঞাত (নির্মিত) নেই। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমরা কেন আমল করব? আমরা কি (তাকদীরের উপর) ভরসা করে বসে থাকব না? তিনি বললেন, না, বরং আমল করতে থাক। যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই তার জন্য সহজ করা হয়েছে। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন–

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى .... فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

‘সুতরাং যে দান করে এবং খোদাভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তার কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। [মুসলিম]